



পঞ্চায়েত ভোট তৃণমূলকে হারানোই একমাত্র লক্ষ্য বিজেপি-র। সুত্রের খবর, অধিকাংশ আসনেই দল প্রার্থী দ্বেবে গেরুয়া শিবির। ...বিস্তারিত পাতা ৩



আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় মা'কে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ছেলে। অভিযোগ সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধা মা'কে হত্যা করেছে ছেলে। ...বিস্তারিত পাতা ৫



আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের ‘জল জীবন মিশনে’র লক্ষ্য। ...বিস্তারিত পাতা ৬



গুড়িশা এফসি থেকে নক্সাকুমার সাকেরকে ৩ বছরের চুক্তিতে তুলে নিল লাল-হলুদ। ২৭ বছরের উইস্কার বোগ দেওয়ায় লাল-হলুদের গভীরতা বাড়ল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

রাষ্ট্রীয় বিধায়ক সম্মেলনে যোগ দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বাংলার বিধায়কদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যেতেই সব রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। হাতে আর এক মাসও সময় নেই। ৮ জুলাই ভোট। তার আগে শেষ মুহূর্তের বণকৌশল তৈরিতে ব্যস্ত শাসক-বিরোধী সব পক্ষ। আর এদিকে পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা হয়ে যেতেই রাষ্ট্রীয় বিধায়ক সম্মেলনে যোগ দেওয়া কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ল এ রাজ্যের বিধায়কদের। বিজেপি-তৃণমূল কোনও দলেরই জনপ্রতিনিধিরা আপাতত ওই বিধায়ক সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না বলেই জানা যাচ্ছে। বিজেপি পরিষদীয় দলের তরফে বিধায়ক মঙ্গল পাণ্ডে জানানো হয়েছে, ভোটের কারণে তাদের কোনও বিধায়ক ওই সম্মেলনে যাচ্ছেন না বলেই স্থির হয়েছে। যেহেতু পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, তাই পদ্ম শিবিরের বিধায়করা নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত থাকবেন। ফলে রাষ্ট্রীয় বিধায়ক সম্মেলনে তারা এখন যেতে পারছেন না। এদিকে তৃণমূল শিবিরের তরফে বর্ধমান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, তাদের দলের কোনও বিধায়ক যাবেন না রাষ্ট্রীয় বিধায়ক সম্মেলনে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিধায়ক সম্মেলনে যাবেন না বলেই জানিয়েছেন। যেহেতু পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে, তাই এখন যাওয়া সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছেন তিনি। ফলে রাষ্ট্রীয় বিধায়ক সম্মেলন বাংলার বিধায়কদের যাওয়া কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ১৫ জুন থেকে মহারাষ্ট্রে এই বিধায়ক সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে। তিন দিন ধরে মহারাষ্ট্রের পণ্ডেতে চলবে রাষ্ট্রীয় বিধায়ক সম্মেলন। সেখানে দেশের প্রতিটি রাজ্যের বিধায়কদের থাকার কথা। সেই মতো প্রায় ৫০টি মতো হোটেলও বুক করা হয়েছে মহারাষ্ট্রে। উল্লেখ্য, এই রাষ্ট্রীয় বিধায়ক সম্মেলনে বাংলার বিধায়করা, বিশেষ করে বিরোধী দলের বিধায়করা কোথায় বিধায়ক সমন্বয় পড়ছেন, সেই বিষয়টি তুলে ধরার পরিকল্পনা ছিল রাজ্যের বিজেপি বিধায়কদের।

বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মনোনয়ন তোলার প্রথম দিন থেকেই শাসক ও বিরোধী দলের সদস্যদের সংঘর্ষের ঘটনা বেড়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই গভর্ণমেন্ট, উত্তেজনার খবর আসছে। এই পরিস্থিতিতে এবার বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করল বিজেপি। আজ, শনিবার থেকেই চালু হল এই হেল্পলাইন। মূলত, পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে যে কোনও ধরনের সন্দ্বিধা, হিংসার খবর বিজেপির এই হেল্পলাইন নম্বরে পাঠানো যাবে। যার প্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করবে বিজেপি। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০ জুন, শনিবার থেকেই বিশেষ দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে বিজেপি। পঞ্চায়েত ভোট অর্থাৎ ৮ জুলাই পর্যন্ত ২৪x৭ ঘণ্টা চালু থাকবে এই দুটি হেল্পলাইন। বিজেপির কলকাতার অফিস থেকেই পরিচালিত হবে এগুলি। রাজ্যে যে কোনও প্রান্তে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে যে কোনও ধরনের সন্দ্বিধা, হিংসার খবর যে কেউ এই হেল্পলাইন নম্বরে পাঠাতে পারবেন। হেল্পলাইন নম্বর দুটি হল- ২ ৩ ০ ৯ ৭ ৮ ৪ ৫ ১, ৯২৩০৯৭৮৫৮৭।

‘কেন্দ্রীয় বাহিনী আনছেন?’ নির্বাচন কমিশনারকে প্রশ্ন রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ মনোনয়ন পর্ব শুরু হওয়ার প্রথম দু দিনই জেলায় জেলায় অশান্তি। এমন কি, মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস কর্মীকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। আজও সকাল থেকে মনোনয়ন জমাতে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলায় বিরোধীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আজ দুপুরেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে ডেকে পাঠান রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের তলব পেয়ে দুপুরেই রাজ ভবনে যান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। প্রায় আধ ঘণ্টা পর নিজের দরক্তরে ফেরেন তিনি। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বিজেপি সহ বিরোধীরা অভিযোগ করছে, রাজ্য পুলিশ দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে ভোট প্রক্রিয়া পরিচালনা সম্ভব নয়। এ দিনই রাজ্যপালের দ্বারস্থ হন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুত্রের খবর, এ দিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে ডেকে পাঠিয়েও রাজ্যপাল বাহিনী নিয়েই মূলত খোঁজখবর নিয়েছেন বলে খবর। পঞ্চায়েত ভোট পরিচালনায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হবে কি না এবং পর্যাণ্ড বাহিনী কমিশনের হাতে আছে কি

না, সেই প্রশ্নও করেন রাজ্যপাল। নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোস বলেন, “পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনরকম গভর্ণমেন্ট বরাদ্দ করা হবে না। নির্বাচন কমিশনারের সাথে আমার কথা হয়েছে। স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন করার কথা জানিয়েছি, কোন অশান্তি বরাদ্দ করা হবে না।” সুত্রের খবর, জবাবে নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা রাজ্যপালকে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করার বিষয়টি আনালতে বিচারধীন রয়েছে। ফলে হাইকোর্টের নির্দেশের দিকেই কমিশন তাকিয়ে রয়েছে। এর পাশাপাশি মনোনয়ন পর্ব যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে মেটে, তা নিশ্চিত করার জন্যও নির্বাচন কমিশনারকে পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোস। মনোনয়ন পর্বে অশান্তির ঘটনায় এ দিন মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের মতো বেশ কয়েকটি জেলায় জেলাশাসকদের সঙ্গেও নির্বাচন কমিশনার কথা বলেছেন বলে খবর। সব প্রার্থী যাতে মনোনয়ন জমা দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন বলে খবর।



ডোমকল-কাণ্ডের পরেই দলীয় কর্মীদের কড়া নির্দেশ অভিষেকের!



বার্তা দিলেন বিরোধীদেরও

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ১০ জুনঃ প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু, ইতিহাসের কোনও বদল হল না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার দ্বিতীয় দিনেই অশান্তি ছড়াল রাজ্যের দিকে দিকে। মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গেলে বিরোধীদের উপরে হামলার অভিযোগ উঠল। রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মুর্শিদাবাদের ডোমকল এলাকা। এরপরই অবস্থা কড়া হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তার জন্য পুলিশের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনকে। অন্যদিকে, এবার দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যেও অশান্তিতে না জড়ানোর বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে অভিষেক রয়েছেন ন্যায়ার কল্যাণীর নবজোয়ার যাত্রা কর্মসূচিতে। সেখান থেকেই গোটা রাজ্যের তৃণমূলকর্মীদের বার্তা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “দলের তরফ থেকে কড়া নির্দেশ, কেউ এই ধরনের কামেলায় জড়াবেন না। মনোনয়ন নিয়ে অশান্তিতে জড়াবেন না।” এর পাশাপাশি অভিষেকের আশ্বাস, “প্রশাসনকেও বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। কেউ মনোনয়ন জমা না দিতে পারলে দলকে জানান। তৃণমূল কংগ্রেস মনোনয়নের ব্যবস্থা করবে।” গত শুক্রবারই মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে এক কংগ্রেস কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল শাসক দলের বিরুদ্ধে। তার পর এ দিন সকালে কলকাতা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ডোমকল। অভিযোগ, এ দিন সকাল থেকেই ডোমকলের বিভিন্ন অফিসের গেট ঘেরাও করে রেখেছিলেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। সিপিএম, কংগ্রেসের প্রার্থী ও সমর্থকরা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে তাদের মারধর করে মনোনয়নে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ফলে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। বিরোধী দলের প্রার্থীদের ঘিরে ধরে বাঁশ, লাঠি দিয়ে মারধরের ছবিও ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। এমনকি, লাঠি হাতে রাষ্ট্রীয় নামানো হয় সিডিক পুলিশ ভলান্টিয়ারদেরও। সবমিলিয়ে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা।

উত্তর দমদম পুরসভা থেকেই উদ্ধার ৫০০ ওএমআর শিট



খতিয়ে দেখছে সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ আবারও সিবিআই-এর নজরে একগুচ্ছ ওএমআর শিট। তবে এমএসসি বা প্রাথমিকের নয়, এই ওএমআর শিট পুরসভায় নিয়োগের পরিকল্পনা সম্প্রতি তদন্তের স্বার্থে ১৪টি পুরসভায় তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। শুধুমাত্র উত্তর দমদম পুরসভা থেকেই উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫০০ ওএমআর। সেগুলি খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সুত্রের খবর, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে পুরসভায় বিভিন্ন পদে নিয়োগের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তারই ওএমআর শিট এগুলো। ওই সময়ের মধ্যে সুপারিশের ভিত্তিতে যারা চাকরি পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে, ওএমআর শিটগুলি সেই সব চাকরি প্রাপকদের কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, নথির সঙ্গে প্রচুর ডিজিটাল প্রমাণও বাছিয়েও রয়েছে সিবিআই। পুরসভা ছাড়া অয়ন শীলের হুগলির বাড়ি ও সল্টলেকের বাড়ি থেকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রচুর ওএমআর শিট। গত বুধবার যে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল, সেটা একেবারেই প্রথম পদক্ষেপ ছিল বলে জানা যাচ্ছে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে যেসব নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার সঙ্গে পুরসভাগুলি থেকে উদ্ধার হওয়া নথির মিল রয়েছে কি না, সেটাও দেখা হবে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অয়ন শীলের গ্রেফতারের পর থেকেই পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। অয়ন শীলের সংস্থার মাধ্যমেই নিয়োগ গত বলে জানতে পেরেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেই দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছতেই এই তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। তদন্তকারীদের দাবি, উত্তর ২৪ পরগনার ৬ পুরসভার প্রতি স্তরে নিয়োগে হাজার হাজার চাকরি বিক্রি হয়েছে। পুরসভার গাউন্টালক থেকে টাইপিস্ট সব পদে লক্ষ লক্ষ টাকায় চাকরি বিক্রি হয়েছে বলেও অভিযোগ।

রণক্ষেত্র ডোমকল

মার খেয়েই সাগরদিঘি মডেলে বাম-কংগ্রেস! ফল মিলল হাতেনাতে

দুরন্ত বার্তা, ডোমকল, ১০ জুনঃ মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার দ্বিতীয় দিনেই চরম উত্তেজনা ছড়াল জেলায় জেলায়। মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানের মতো একাধিক জেলায় বিরোধীদের মনোনয়ন জমা



দিতে বাধা দেওয়া, হামলার অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে সবথেকে বেশি উত্তেজনা ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। গতকালই মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে এক কংগ্রেস কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল শাসক দলের বিরুদ্ধে। তার পর এ দিন সকালে মনোনয়ন জমাতে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ডোমকল।

অভিযোগ, এ দিন সকাল থেকেই ডোমকলের বিভিন্ন অফিসের গেট সকাল থেকেই ঘেরাও করে রেখেছিল তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। সিপিএম, কংগ্রেসের প্রার্থী ও সমর্থকরা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে তাদের মারধর করে

চেহারা নেয় এলাকা। শাসক দলের দাপটে প্রথমে পিছু হটলেও পরে একজোট হয়ে বড় জমায়েত করে মনোনয়ন জমা দিতে যান বাম এবং কংগ্রেস প্রার্থীরা। পুলিশ নিরাপত্তাও ব্যবস্থা করা হয়। এবার একাবদ্ধ বিরোধী পক্ষের সামনে পিছু হটতে বাধ্য হয় শাসক দলের কর্মী সমর্থকরা। যদিও বিরোধীদের উপরে আক্রমণের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। মুর্শিদাবাদে কয়েক মাস আগে উপনির্বাচনে জোট বেঁধে লড়ে জয় পেয়েছিল বাম-কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেসের সেই জমী প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস ইতিমধ্যেই শাসক দলে নাম লিখিয়েছিলেন। তার পরেও তৃণমূলকে পরাস্ত করতে সাগরদিঘি মডেলের উপরে আস্থা আটুট রয়েছে কংগ্রেস এবং বাম নেতৃত্বের। গতকালই পঞ্চায়েত ভোটের নিচুতলায় বামেরের সঙ্গে জোট বাঁধার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রশসক কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। যদিও পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের পথে না হেটে জেলা পরিষদের সব আসনে প্রার্থী দিয়েছে বামেরা। তবে ডোমকলের ঘটনা সের প্রমাণ করল, পঞ্চায়েত ভোটের নিচু তলায় বাম-কংগ্রেস জোট বাঁধলে শাসক দলকে প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে।

‘রুট মার্চ, নজরদারি’, অবাধ নির্বাচনে জেলা পুলিশ-প্রশাসনকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা হতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উত্তেজনার খবর আসতে শুরু করেছে। এই আবহে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করতে সব জেলাশাসক, কমিশনারেরা পুলিশ কমিশনার ও জেলার পুলিশ সুপারদের একগুচ্ছ নির্দেশিকা পাঠাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেখানে স্পষ্টত বলা হয়েছে, রুট মার্চ সহ সূর্য নির্বাচনের জন্য পুলিশ-প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তার একটি সামগ্রিক রূপরেখা তৈরি করতে হবে। আগামী ১২ জুনের মধ্যে সেই রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা করতে হবে। এছাড়া এই বিষয়ে প্রতিদিনের রিপোর্ট সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি ভোটের সময় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ-প্রশাসনকে বেশ কয়েকটি আগাম পদক্ষেপ করারও নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। নির্বিঘ্নে ভোট করতে নির্ধারিত প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে পুলিশ-প্রশাসনকে বিশেষ নজরদারি করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্দেশিকায় কী রয়েছে দেখে নেওয়া যাক একাক্ষরে-১) ভোটেরদের আশ্রয় করতে বা আশ্রা অর্জন করতে এলাকায় প্রয়োজনীয় রুট মার্চ করতে হবে। ২) আগামী ২৪ জুন বিকেল ৫টা থেকে জেলার সমস্ত

অসম্পূর্ণ বাড়িভবন, কমিউনিটি হল, বিয়েবাড়ি, লজ, গেস্ট হাউস, হোটেল, স্টেডিয়াম ইত্যাদি জায়গার প্রতিদিন ঢেঁকিং বাধ্যতামূলক। দৃষ্টান্তদের জডো হওয়া বা অস্ত্র মজুত করার সম্ভাবনা এড়াতে নজরদারি করা



হবে। যে সমস্ত এলাকায় নির্বাচন হবে, সেই সমস্ত এলাকায় নির্ধারিত সময়ের পর যাতে বহিরাগত কেউ না ঢুকতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। ৩) সব সীমানা সিল করা হবে এবং যানবাহন যাওয়া-আসার উপর কঠোর নজরদারি চালাতে হবে। ৪) এলাকায় কোনও নতুন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি ঢুকলে তাদের পরিচয় যাচাই করতে হবে। অবৈধ অস্ত্র ও অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। ৬)

অপরাধের সঙ্গে জড়িত, মূলত নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ, হিংসা, বৃথ দখল ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে হবে। ভোটের আগের দিন থেকে ভোট

সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত পুলিশ-প্রশাসনকে নজরদারি আরও বাড়াতে হবে বলেও নির্বাচন কমিশন নির্দেশিকায় উল্লিখিত। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে-১) নির্বাচনের আগের দিন বিকাল ৫টা থেকে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত এলাকার অপরাধীদের প্রতিরোধমূলক আটক করতে হবে। ২) ভোটের দিন এলাকায় এটিআরএফএসডিএইচআরএফএস মোবাইল, আরটিকিউআরটি মোবাইল, সেক্টর মোবাইলের

মোদি সরকারকে হুঁশিয়ারি কুস্তিগিরদের

‘আমাদের দাবি মানলেই এশিয়ান গেমস খেলব’

নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ কুস্তিগিরদের আন্দোলনে সরগরম গোটা দেশ। কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে জোরকমের চলছে তদন্ত। এবার এশিয়ান গেমস বয়কটের কথা শোনা গেল সাক্ষী মালিক, ডিনেশ ফোগাটার। কুস্তিগিরদের কথায়, যদি তাদের দাবি মানা না হয়, তবে চলতি বছরে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে অংশ নেবেন না তারা! চলতি বছরের জানুয়ারি থেকেই ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার



অভিযোগে প্রথমে নেমে আসেন দেশের প্রথম সারির কুস্তিগিররা। দিল্লির যন্তরমন্তরে ধনীয় বসেন তারা। তাদের দাবি, অবিলম্বে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্রেফতার করতে হবে তাঁকে। কুস্তিগিরদের এই অভিযোগ নিয়ে কেন্দ্র সরকারের দায়সারা মনোভাব সামনে এসেছে। যা নিয়ে বিরোধীদের নিশানায় মোদি সরকার। যদিও তাতেও কমে

কুস্তিগিরদের আন্দোলনের ঝাঁঝ। এমনকি নিজেদের অর্জিত মেডেল হরিবারের গদ্যায় ভাসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সাক্ষীরা। যদিও পরে শেষ পর্যন্ত তা করেননি। তারপরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে ক্রীড়ামন্ত্রী দফায় দফায় বৈঠক করেন কুস্তিগিরদের সঙ্গে। ক্রীড়ামন্ত্রীর আশ্বাসের পরই, ধনী তুলে নেন সাক্ষীরা। তবে কুস্তিগিরদের মনে কোনওভাবেই আন্দোলন থেকে সরছেন না তারা। এদিন সাক্ষী বলেন, “যদি এই ইস্যু সমাধান হয়, তবেই আমরা এশিয়ান গেমসে অংশ নেব।” তিনি আরও বলেন, “১৫ জুনের পরই আমরা সিদ্ধান্ত নেব আমাদের আন্দোলন কোন খাতে বইবে।” উল্লেখ্য, ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর কুস্তিগিরদের সঙ্গে বৈঠকের পরেই জানান, “আগামী ১৫ জুনের মধ্যে পুলিশকে কোনও গাড়ি ঢুকলে সেটা বাজেয়াপ্ত করতে হবে। নির্বাচনের দিন কোনও বাইক র‍্যালির অনুমতি নেই। ৬) প্রার্থীদের ক্যাম্পগুলি কঠোর নজরদারির মধ্যে থাকবে, যাতে কোনও ভোটারকে সেখান থেকে হুমকি বা প্রভাবিত করা না হয়। ৭) ভোটকেন্দ্রে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো যেন কেউ জোর করে বন্ধ না করে এবং ক্যামেরার দিক পরিবর্তনের কোনও চেষ্টা না করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ৮) সমস্ত রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টদের ভোটের দিন পোলিং কেন্দ্রের ভিতরে থাকা এবং ভোট শেষ হলে তাদের বের হওয়ার সময় নিরাপত্তা দিতে হবে।

দেশের মধ্যে এই প্রথমবার, রবিবার জাতীয় প্রশিক্ষণ কনক্লেভের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার, ১১ জুন নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্রে, দেশের প্রথম জাতীয প্রশিক্ষণ কনক্লেভের উদ্বোধন করবেন। দক্ষতা বৃদ্ধি কমিশন আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল লক্ষ্য হল সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সারাদেশে সিভিল সার্ভেটদের প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্রে, প্রথম জাতীয় প্রশিক্ষণ কনক্লেভের উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভাষণও দেনো।



কর্মযোগী” সঠিক মনোভাব, দক্ষতা এবং জ্ঞানের সঙ্গে ভবিষ্যৎপ্রস্তুত নাগরিক পরিবেশে প্রস্তুত করার জন্য চালু করা হয়েছিল। এই কনক্লেভ

এই লক্ষ্যে আরও একটি পদক্ষেপ।

মধ্যবিত্তদের কঠোর পরিশ্রমই নতুন সরকারের ৯ বছর পূর্তি উদযাপন করছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও নানা ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে নিয়মিত টুইট করছেন। শনিবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান, মধ্যবিত্তরাই বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। তাদের কঠোর পরিশ্রম নতুন ভারতের চেতনাকে সংজ্ঞায়িত করে। আমাদের সরকার মধ্যবিত্তের সুবিধার জন্য বৃহত্তর ‘জীবনযাত্রার সহজ’-এর দিকে ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে। দুধ সংকটের মুখে ভারত। আর এর জন্য দায়ী নরেন্দ্র মোদি সরকার। শ্রেফ নির্বাচনী সুবিধা পেতে একেকটি সমবায়কে অন্যটির সঙ্গে লড়িয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র। আর তাই এই পরিস্থিতি। এমনটাই অভিযোগ করলেন বষীয়ান কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। টুইটারে রীতিমতো ফ্লোড উগরে দিতে দেখা গেল তাঁকে।

ভারতের চেতনাকে সংজ্ঞায়িত করে। শনিবার সকালে টুইট করে এমনটাই জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি এখন নরেন্দ্র মোদি

পাথারকান্দিতে মাদক সমেত গ্রেফতার আহমেদ আলীর পুত্র নাসির

পাথারকান্দি (অসম), ১০ জুন : রিঙ্গা চালিয়ে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসার পাত্র হয়েছিলেন পিতা । আর সেই পিতার ছেলেই এবার বৃহৎ পরিমারের মাদক সামগ্রী নিয়ে ধরা পড়েছে পুলিশের জালে। ঘটনা কবিমগঞ্জের পাথারকান্দির। আজ শনিবার পাথারকান্দি পুলিশের পাতা জালে মাদক সামগ্রী সহ ধরা পড়েছে মধুবন্দ সলগ্রা খিলেরবন্দের বাসিন্দা জনৈক আহমেদ আলীর পুত্র নাসির উদ্দিন (৩৫)। জানা গেছে পুলিশ সুপার পার্শ্বপ্রতিম দাসের গোপন সূত্রেৰ ভিত্তিতে স্থানীয় পুলিশ অভিযানে নেমে এ সাফল্য পায়। শনিবার সকালে নসির উদ্দিন নিজের এম এল ০৫ এইচ ৯৬১৪৫ নম্বরের মোটর সাইকেলে চেপে মাদক পাচার করতে টিলাবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে পাথারকান্দি থানার ইন্সপেক্টর ওসি সমরজিৎ বসুমতির নেতৃত্বে একদল পুলিশ তার পিছু ধাওয়া করে পাচারের আগেই হাতেনাতে ধরে ফেলে। মোটর সাইকেলে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন প্যাকেটে মোট একষটি গ্রাম ব্রাউন সুগার জাতিয় ড্রাগস ও

পয়ষড়্টিট প্রাণ্টিকের কেটায আর দুই গ্রাম ড্রাগস উদ্ধার করে।



উদ্ধারকৃত মাদকের কালাবাজারি মূল্য দশ লক্ষ টাকার মত হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।বর্তমানে ধৃতকে থানায় আটকে রেখে টানা জেরা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ধৃত নাসির উদ্দিনের বাবা পাথারকান্দির সুপরিচিত রিঙ্গা চালক আহমেদ আলী।যিনি নিজ প্রচেষ্টায় নিজের গ্রামে গত কয়

২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৭৮১ জন ভারতে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৬ আরোগ্যের হার উর্ধ্বমুখী, থমকে গিয়েছে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বেড়েছে, তবে থমকে গিয়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১৮৬ জন, এই সময়ে কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনারোগীর সংখ্যা কমে ২,৫০১৩তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনারোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৮৮ জনের (১.১৮ শতাংশ)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৮,২৫৯ জন করোনারোগী, শতাংশের নিরিখে

৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, টিকা পেয়েছেন ০০,৭৮১ জন, ৯ জুন সারা দিনে ভারতে



মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ৮৮,১১২ জনের শরীর থেকে ২২০,৬৭,২৯,৬৬৮ জন। নমুনা সংগ্রহ করে করোনাস্যাম্পেল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল টেস্ট করা হয়েছে।

ভুবনেশ্বরে অকাল প্রয়াণ ভরতনাট্যম গুরু শ্রী গণেশনের

ভুবনেশ্বর, ১০ জুন : ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অকালেই প্রয়াত হয়েছেন ভরতনাট্যম গুরু শ্রী গণেশন। মালয়েশিয়া থেকে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। প্রতাক্ষদর্শীদের মতে, শুক্রবার স্টেজে নৃত্যপরিবেশন করার পর আলো ছালানোর সময় স্টেজেই স্ক্যান হারিয়ে পড়ে যান তিনি। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তারেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। হঠাৎ আটাকের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আপাতত তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মালয়েশিয়া থেকে ভারতে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। মালয়েশিয়ার কুয়ালা লামপুরে শ্রী গণেশলালা নামের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাঁর।



ভুবনেশ্বরে অকালেই প্রয়াত হয়েছেন ভরতনাট্যম গুরু শ্রী গণেশন। মালয়েশিয়া থেকে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। প্রতাক্ষদর্শীদের মতে, শুক্রবার স্টেজে নৃত্যপরিবেশন করার পর আলো ছালানোর সময় স্টেজেই স্ক্যান হারিয়ে পড়ে যান তিনি। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তারেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। হঠাৎ আটাকের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আপাতত তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মালয়েশিয়া থেকে ভারতে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। মালয়েশিয়ার কুয়ালা লামপুরে শ্রী গণেশলালা নামের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাঁর।

মধ্যপ্রদেশের ভিন্দে বাড়িতে আগুন! মর্মান্তিক মৃত্যু বালক ও নাবালিকার

ভিন্দ, ১০ জুন : মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ জেলায় বাড়িতে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বালক ও দুই নাবালিকার। এই ঘটনায় আরও ৪ জন আহত হয়েছেন। রান্নার সময় গ্যাস লিক করে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান পুলিশের। সাবডিভিশনাল অফিসার অফ পুলিশ রাজেশ রাঠোর বলেছেন, শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে গোারনি থানার অন্তর্গত দানেকাপুরা গ্রামে। মৃত্যু হয়েছে ৪ বছরের বালক, ১০ বছর ও ৫ বছরের দুই নাবালিকার। বাড়ির মালিক অখিলেশ রাজপুত এবং তাঁর স্ত্রী গুরুভর আহত হয়েছেন এবং তাঁদের চিকিৎসার জন্য গোঘাঘিঘরে রেফার করা হয়েছে। নিহতরা বাড়ির মালিকের নাতি নাতনি। রাঠোর জানিয়েছেন, অখিলেশের পুত্রবধূ এবং মেয়ের গোরনি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা চলছে।

বিজেপি দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : জে পি নাড্ডা

তিরুপতি, ১০ জুন : বিজেপি দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে শ্রী ভেক্টরেশ্বর স্বামী মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রী ভক্তেশ্বর স্বামী মন্দিরে পূজা দেন নাড্ডা। সঙ্গে পূজা দেন বিজেপি নেতৃবৃন্দও। এদিনই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জে পি নাড্ডা বলেছেন, আমরা দেশের অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের এই উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য বিনীতভাবে ভগবান ভক্তেশ্বরের ঐশ্বরিক আশীর্বাদ চেয়েছি।

দশম ও দ্বাদশে ভালো নম্বর পাওয়া পড়ুয়াদের চড়ালেন হেলিকপ্টার মুখ্যমন্ত্রী

রায়পুর, ১০ জুন : কথা রাখলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। ছত্তিশগড়ের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া পড়ুয়াদের চড়ালেন হেলিকপ্টার। ছত্তিশগড়ের দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় শীর্ষে থাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য শনিবার সকালে হেলিকপ্টার যাত্রার আয়োজন করা হয়। ৮৮ জন পড়ুয়া এদিন হেলিকপ্টারে চড়েছে।ছত্তিশগড়ের মন্ত্রী ডঃ প্রেমসাই সিং বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পড়ুয়ারা যদি দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় সেরা ১০ জনের মধ্যে আসে তবে তারা হেলিকপ্টারে চড়তে পারবে। সেই মতো এদিন ছাত্র ছাত্রীদের হেলিকপ্টার চড়ানো হয়।

বালেশ্বরে ফের বিপত্তি! রূপসা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির ওয়াগানে আগুন

বালেশ্বর, ১০ জুন : ওড়িশার বালেশ্বরে ফের মালগাড়িতে বিপত্তি। এবার বালেশ্বর জেলার রূপসা স্টেশনে আগুন লাগল দাঁড়িয়ে থাকা এক



মালগাড়িতে। শনিবার সকালে মালগাড়িতে আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই রূপসা স্টেশনে এসে পৌঁছয় দমকল, বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। শুক্রবার রাত থেকেই মালগাড়িটি রূপসা প্র্যাটিক্‌রে দাঁড়িয়ে ছিল। ভোরের আলো ফুটতেই কিছু মানুষ লক্ষ্য করেন, মালগাড়ির একটি ওয়াগান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলে, বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এনেছে দমকল। উল্লেখ্য, এর আগে শুক্রবার রাতে বালুগাঁও রেলস্টেশনে কয়লা বোঝাই একটি মালগাড়িতে একইভাবে আগুন ধরে যায়।

পঞ্জিকা
আজ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজী ১০ জুন ২০২৩, ৫৩৭ চৈতন্যাব্দ, কলি ৫২২৪, সৌর ২৭ জ্যৈষ্ঠ, চান্দ্র ২২ বামন মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাব্বৎ, ২৫৬৭ বুধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৫, মৈতৈ ২২ ইত্তা, আসাম ২৬ জ্যেষ্ঠ, মুসলিম ২১ জিলকদ ১৪৪৪ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৪৫৩৫২ এবং অস্ত বিকাল ০৬১৮০৯। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৩০৪২৪(২) এবং অস্ত শেষ রাাত্রি ০৩২৫৫০(২)। শুক্র পক্ষ তিথি দ্বাদশী (ভদ্রা) রাাত্রি ১০০০২০ দং ৪২১১৬৩৫ পর্যন্ত , দ্বাদশীর পারনা সকাল ০৫০৫সকাল ০৯২৪ পর্যন্ত নক্ষত্র উত্তরফাল্গুনী সন্ধ্যা ঘ ০৬৪৩০৪ দং ৩৪৩২৫ পর্যন্ত পরে হস্তা পরে বালব যোগ ইন্দ্র দুপুর ঘ ০১১৮৫৮ দং ১৭৩১৩০ পর্যন্ত পরে রৈধৃতি অমৃতযোগ দিন ০৬১৮২২ থেকে ০৭৪৬৪৯ পর্যন্ত, তারপর ০৯৫৯৩০ থেকে- ১১২৭৫৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩০৯০৬ থেকে ০৪৩৭৩৪ পর্যন্ত এবং রাাত্রি ০৬১৩৩৪ থেকে-০৮৪৮৫৩ পর্যন্ত, তারপর ০১৫৯৩০ থেকে ০৬১৮২২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০১৪০৩৯ থেকে০৩০৯০৬ পর্যন্ত এবং রাাত্রি ০৮৪৮৫৩ থেকে ১০৩২২৫ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ১১২৭৫৮ থেকে-১২১২১১ পর্যন্ত। কুলিকরাাত্রি ১০৩২২৫ থেকে- ১১২৪১১ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১১৫০০৫ থেকে-০১৪৩০ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ০৯০৪১৩ থেকে - ১০২৭০৯ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০৩০৪১৩ থেকে-০৪৪১১৭ পর্যন্ত। গ্রহয্যুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৯২৮২৮৭ (২২) ৩ পদ,শুক্র ৬৫৬৪০ (৬) ১ পদ, মঙ্গল ১১৪৪৪২৫ (৪) ২ পদ, বুধ ৮২১৫৬৪৫ (২০) ৩ পদ। বৃহস্পতি ১১১২৩৩৬ (২৬) ৩ পদ, শুক্র ১০১৬৪৪৭ (২৪) ২ পদ, শনি ৯২৮৪৫৩২ (২৩) ২ পদ। চন্দ্র উদয় রাাত্রি ১১৫৯৪৩(১০) এবং অস্ত সকাল ১২০১৪২(১১)। কৃষ্ণ পক্ষ ।

আবহাওয়া

পূর্বাভাস মূলত আকাশ পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.২ ও (৫) সর্বনিম্ন ২০.৪০ ও (৩) আবশ্যক্ষিক আর্দ্রতা ৭৬ এবং বৃষ্টিপাত নেই। জেয়ারা সকাল ৭ টা ৪৪ মিনিট এবং রাত ৮ টা ৩২ মিনিট। ভাতা বেলা ১ টা ৬৩ মিনিট এবং রাত ১ টায় ৭ মিনিট। সূর্য উদয় সকাল ৫ টা ২৬ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৪৮মিনিট।

রাশিফল

১ মেঘ রাশিঃ বহুদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। সম্ভানদের বিবাহের পূর্বে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন। এই রাশির জটিকাধের আর্থিক উন্নতি সম্ভব।
২ বুধ রাশি : বড় ধরনের কোনও অর্থটনের যোগ নেই। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার ফলে মানসিক অবসাদ।
৩ মিথুন রাশি : চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সমাটি শুভ। নিকট আর্থীরে সম্পত্তি ব্যাপার ব্যাপারে পারিবারিক আশান্তি দেখা দিতে পারে।
৪ কর্কট রাশি :ঃসৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়তি উপার্জনের হদিশ মিলতে পারে।
৫ সিংহ রাশিঃ বৈহিসাবি খরচের জেরে ঋণশোধের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

৬ কন্যা রাশি : পাবলিক যানবাহন চালকরা সাবধানে গাড়ি চালান। নচেৎ দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।
৭ তুলা রাশিঃ বহুদিনের কোনও আশাপূরণ হতে পারে। নতুন যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমাটি শুভ।
৮ বৃশ্চিক রাশি : সপ্তাহের শেষাশ্বে কোনও মূল্যবান সামগ্রী হারিয়ে ফেলতে পারেন। আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক আশান্তি
৯ ধনু রাশি :ঃ বয়স্ক ব্যক্তির। পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন। এতে মানসিক অবসাদ কেটে যাবে।
১০ মকর রাশি : দাঁতের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। পুরনো দিনের কোনও ঋণ এই সময় আদায় হতে পারে।

১১কুম্ভ :ঃ প্রাথমিক বিদ্যার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের অমনোযোগিতার ফলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

১২ মীন রাশি :ঃ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সপ্তাহের শেষাশ্বে পরিবারের সঙ্গে ছোটখাটো ভ্রমেরে বাবস্থা করুন। আমদানি লক্ষ্যনি ব্যবসায় বাড়তি সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

ওয়াশিংটন, ১০ জুন : আমেরিকার নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত গোপন নথি অসুরক্ষিতভাবে রাখার অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। তাঁর নামে মোট ৬৭টি অভিযোগ আনা হয়েছে। এরমধ্যে মার্কিন পারমাণবিক কর্মসূচির গোপন নথিও রয়েছে। এছাড়াও ট্রাম্পের নামে তদন্তকারীদের কাছে মিথ্যা বালা এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ এসব নথি নিজের ফ্লোরিডা এস্টেটের বলরুমে ও বাথরুমে রাখার অভিযোগও আনা হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিকদের এমনটাই জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

অভিযোগ, পাম বিচে সমুদ্র সৈকতের ধারে ট্রাম্পে মারআলোগো নামে যে বাড়ি

রয়েছে, সেখানেই দিনের পর দিন অসুরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থেকেছে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল। সেই বাড়িতে রয়েছে ক্লাবও চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই বাড়িতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ১০ হাজার মানুষও আমন্ত্রিত থাকতেন। বাড়ির বলরুমেও নথি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। আমেরিকার জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের অভিযোগ, ২০২১ সালে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউস ছাড়েন, তখন তিনি সঙ্গে নিয়ে যান পেংটান, সিআইএ, জাতীয় সুরক্ষা সংস্থার বহু গোপন নথি। অভিযোগ উঠেছে, অন্তত ২ বার নিউ জার্সি গল্ফ ক্লাবে ট্রাম্প আমেরিকার সামরিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত নথি দেখিয়েছেন অতিথিদের। সেই নথির মধ্যে ছিল, আমেরিকার অস্ত্রভাণ্ডার,

আমেরিকার পরমাণু প্রকল্প, আমেরিকার সামরিক ক্ষমতা, শত্রুপক্ষকে জবাব দেবার কৌশল



সংক্রান্ত বিষয়। এই ধরনের নথি সাধারণ মানুষকে দেখানোর ফলে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, এমনটাই বলা হয়েছে চার্জশিটে। মিথ্যে বিবৃতি,

বিচারে বাধা দেওয়া, নথি গোপন করার মতো ৬৭টা অভিযোগ আনা হয়েছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। যদিও,

সঙ্গে তিনি এ মামলা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঘটনার তদন্তকারী আর্টনি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ডের সঙ্গেও তার কোনও যোগাযোগ নেই বলেও দাবি করেছেন বাইডেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পালা অভিযোগ, বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পুরনো অফিস ও তাঁর ডেলাওয়ারে বাড়িতেও পাওয়া গিয়েছে এই ধরনের নথি। এমনকী গ্যারাজেও নথি পড়ে ছিল বলে অভিযোগ তুলছেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার ঠিক আগেই হঠাৎ পদত্যাগ করেছেন তাঁর দুই আইনজীবী। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন, এটাই পদত্যাগ করার ‘যথার্থ সময়।’

হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে চলছে ডিসেলটিং এর কাজ



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ জুন : বর্ষায় জল জমার হাত থেকে শহরবাসীকে মুক্ত করতে বর্ষার অনেক আগে থেকেই এবার হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডিসেলটিং এর কাজ শুরু হয়েছিল। শনিবার সকালে মধ্য হাওড়ার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের হেম চক্রবর্তী লেনে পুরসভার সাফাই বিভাগের তরফ থেকে ডিসেলটিং এর কাজ করা হয়। হেম চক্রবর্তী লেনে কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। তাই বর্ষার সময় যাতে ওই এলাকা জলমগ্ন না হয়ে পড়ে তার জন্য নিকশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে এদিন এই কাজ করা হয়। এদিন সাফাই বিভাগের কর্মীরা ওই রাস্তায় সমস্ত নিকশি নালার পাক তুলে সেখানে জল যাতে স্বাভাবিকভাবে ফ্লো করতে পারে সেই ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে কাজে নামেন। পুরসভার আশা বর্ষায় এবার ওই এলাকার বাসিন্দারা জমা জলের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

মোদি টাকা পাঠাবেন আর দিদির ভাইয়েরা লুটবে : সুকান্ত মজুমদার

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ জুন : মোদি টাকা পাঠাবে আর দিদির ভায়েরা লুটবে। বাংলায় এখন রাজগার নেই। শিল্প নেই। পঞ্চায়েত শিল্লই এখন বড়ো শিল্প এই বাংলায়। পঞ্চায়েত এখন রাজগারের জায়গা হয়ে গেছে। শনিবার বিকেলে হাওড়ায় বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন বোমা বন্দুক সব অস্ত্র উদ্ধার করতে। তা হলে ভালো হতো। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয়নি। যদিএই নির্দেশ পুলিশ পর্যন্ত যায় তাহলে আমাদের ভাল লাগবে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত নির্দেশ দিয়েছেন বোমা, অস্ত্রের মতো যেঅইনি জিনিস উদ্ধার করতে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সুকান্ত বাবু আরও বলেন, রাজ্যে প্রায় ৭০ হাজার বুথ আছে। সেই অনুযায়ী পুলিশ অনেক কম। সেক্ষেত্রে আইনকে, আদালতের রায়কে অমান্য করে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে লাঠি হাতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ এখানে মানা হয়নি। রাজ্য সরকার নিজে হাইকোর্টের নির্দেশকে অমান্য করছে। সুকান্ত মজুমদার অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ওদের কথা কে শুনবে? ওনাদের নিজেদের কমীরা ওনাকে (অভিষেক) বলেছেন আপনি কয়লা লুটের টাকায় খাচ্ছেন। আপনি গরু পাচারের টাকা খাচ্ছেন আর আমরা পঞ্চায়েত লুট করব না? পঞ্চায়েত রাজগারের জায়গা হয়ে গিয়েছে। এখানে শিল্প নেই, পঞ্চায়েত শিল্লই বড় শিল্প। মোদি টাকা পাঠাবেন আর দিদির ভাইয়েরা লুটবে। এই শিল্লই পশ্চিমবঙ্গে বড় শিল্প। এখানে সন্ত্রাস চলছে। তৃণমূল চায়না শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন যাতে না হয় সেই ব্যাপারে সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে। আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে অত্যাচারী তৃণমূল শাসকের বিরুদ্ধে লড়ব। তৃণমূল কংগ্রেস শ্রমশনের শান্তি ছাড়া অন্য কোন শান্তি জানে না। ২০১৮ সালে তারা যেটা করেছিলেন সেটা করতে দেব না এবার। ওরা ভোট লুটের চেষ্টা করবে। বীরভূমে, বাঁকুড়াতে, পূর্বলিয়াতে সেটা ভয়ে করতে পারছে না।

প্রধানমন্ত্রীর রাজগার মেলা বন্ধ করার নির্দেশ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন : পঞ্চায়েত ভোটের নির্খণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যজুড়ে কার্যকর হয়ে গিয়েছে আদর্শ আচরণবিধিও। আর সেই কারণে রাজগার মেলা বন্ধ



করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সূত্র মারফত এমনই জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, আগামী ১৩ জুন থেকে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে এই রাজগার মেলার আয়োজন হওয়ার কথা ছিল। এই রাজগার মেলা হল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উদ্যোগ, যেখানে বিভিন্ন নিয়োগকারী সংস্থা আসে। চাকরিপ্রার্থী যুবকযুবতীরাও আসেন। তাদের চাকরির জন্য আবেদন ও ই-টারভিউয়ের এক সুযোগ করে দেওয়া হয় এই রাজগার মেলার মাধ্যমে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, যেহেতু রাজ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গিয়েছে, তাই এই মুহূর্তে ১৩ তারিখ রাজগার মেলার আয়োজন করা যাবে না। যতদিন পর্যন্ত রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ না হচ্ছে, ততদিন এই রাজগার মেলার আয়োজন করা যাবে না বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে নির্বাচন পর্ব মিটে যাওয়ার পর এই রাজগার মেলা আয়োজনে কোনও আপত্তি নেই কমিশনের। উল্লেখ্য, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে কিছুদিন আগেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রাজীব সিনহা। রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসেবেও অতীতে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ফলে একজন প্রাক্তন মুখ্যসচিব হিসেবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দায়িত্বভার পালনের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরা। সদ্য দায়িত্ব গ্রহণের পরই পঞ্চায়েত ভোটের নির্খণ্ট ঘোষণা করেছেন তিনি। এক দফায় পঞ্চায়েত ভোট আয়োজনের মতো সাহসী পদক্ষেপ করেছেন। বিশেষ করে, অতীতে যেভাবে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা ও অশান্তি অভিযোগ উঠেছে, সেই জয়গায় এক দফায় পঞ্চায়েত ভোট আয়োজন স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি বাড়তি চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলা।

আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস সব জায়গায় আমরা জিতব : চন্দ্রিমা

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ জুন : নির্বাচন হবে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস সব জায়গা থেকেই আমরা জিতব। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। হাওড়ায় বললেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শনিবার সকালে হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে এসে ওই মন্তব্য করে তিনি বলেন, যখনই রাজনৈতিক দলগুলো লড়াইয়ের ময়দানে নামে তখন সামগ্রিকভাবে পুরোটাই তাদের লক্ষ্য থাকে। সুতরাং নির্বাচন হবে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস সব জায়গা থেকেই আমরা জিতব। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ক্রি়ত্বের পঞ্চায়েত ভোটে সর্বশ্রেণে সবকটা আসনই আমাদের লক্ষ্য। সবই আমরা পাব এবিষয়ে সন্দেহ নেই। মনোনয়ন জমা দিতে দেওয়া হচ্ছে না বিরোধীদের অভিযোগ সম্পর্কে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এদিন বলেন, ওদের প্রার্থী থাকলে তবেই তো নমিনেশন দেবে। আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বারবার করে বলেছেন কে নমিনেশন দিতে পারছেন না বললে তিনি করিয়ে দেনে। সেই দায়িত্বটা আমাদের। মধ্য হাওড়া তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে শনিবার সকালে হাওড়ার পরগ সদন প্রান্তরে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং অরূপ রায়। এছাড়াও মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ওও অনুষ্ঠানে বলেন, রক্তদান একটি মহৎ দান। সুতরাং এর সঙ্গে চাওয়া পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। এক ইউনিট রক্তদান করলে চার থেকে পাঁচ জন মানুষের তা উপকারে আসতে পারে।

ভূগলিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে হল সর্বদলীয় বৈঠক

বনস্পতি দে, হুগলি, ১০ জুন : পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল হুগলি জেলায়। হুগলির জেলাশাসক পি দীপপ্রিয়া, চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার আমনদীপ সহ জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা শুক্রবার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে জেলাশাসক জানান, হুগলি জেলায় ২০৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৮৮০ আসন, ১৮ টি পঞ্চায়েত সমিতির ৬১৯ টি আসন ও জেলা পরিষদের ৫৩ টি আসনে নির্বাচন হবে। মোট ভোটার রয়েছেন ৬৪ লাখ ৭২ হাজার ২৫৫ জন। ভোট গ্রহন কেন্দ্র আছে ৩৮৫১ টি। জেলা শাসক আরও বলেন, প্রতিটি ব্লকে শুক্রবার থেকেই মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরু হয়েছে। সেখানে ছেজ

ডেস্ক থাকছে। যেকোনও প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করা যাবে। অভিযোগ জানানোর জন্য সেল খোলা হয়েছে। মনোনয়ন সূষ্ঠাভাবে করতে পুলিশ মোতায়েন থাকছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আচরন বিধি চালু হয়ে গিয়েছে। যদিও বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম দলগুলো এক যোগে আশঙ্কা প্রকাশ করে যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাস হতে পারে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের এই আশঙ্কা বলে জানিয়েছেন তারা। যদিও শাসক দল তৃণমূলের দাবি, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ রয়েছে পঞ্চায়েত

ভোটে কোনোরকম অশান্তি করা যাবে না। বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন। শুক্রবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রথম দিন জেলায়

কোনও অশান্তি হয়নি এটা তারই প্রমাণ, জানাচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতা বিকাশ রায় বলেন, আমরা চাই সূষ্ঠা নির্বাচন হোক। মানুষ যাকে ভোট দেবে সে জিতবে।

লরিতে ব্যাটারি টেস্ট করার সময় হাওড়ার ডোমজুড়ে ভয়াবহ আগুন

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ জুন : লরিতে ব্যাটারি টেস্ট করার সময় হাওড়ার ডোমজুড়ে ভয়াবহ আগুন। লরিতে ব্যাটারি টেস্ট করার সময় তা থেকে আগুন ধরে যায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বিকট শব্দে লরির চাকা ফেটে যায়। আগুন ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন কারখানায়। লরির খালিসি গুরুতর জখম বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। তবে, লরির চালক সামান্য জখম হন। ডোমজুড় থানার অন্তর্গত বিপন্নপাড়ার সরস্বতী কমপ্লেক্সে শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। দমকলের ৫টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি বলে জানা গেছে। তবে আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে। এই অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বাপি নন্দর বলেন, লরির ব্যাটারি চেক করার সময়

আগুন ছিটকে ফিটলে লাগে। গাড়িতে কেমিক্যাল আছে। নিচ থেকে আগুন সব জায়গায় ধরে



যায়। এর সঙ্গে একটা গাড়ির টায়ার ফেটে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে ১ জন গাড়ির খালসি জখম হন। তাঁকে ডোমজুড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাড়ির চালক অল্প জখম হয়েছেন। প্রায় পৌনে ২টো নাগাদ ঘটনাক্রী ঘটে। বিপন্নপাড়ার সরস্বতী কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। মহাদেব নন্দর নামের আরেক

শিশু পাচার ও অবৈধ দত্তক গ্রহণ ঠেকাতে আরো সতর্ক হচ্ছে রাজ্য সরকার

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ জুন : শিশু পাচার ও অবৈধ দত্তক গ্রহণ ঠেকাতে আরো সতর্ক হচ্ছে রাজ্য সরকার। অভিভাবকহীন বা পরিত্যক্ত শিশুদের খোঁজ মিললে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা চাইল্ড লাইন, স্থানীয় থানা, জেলা স্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটিকে জানাতে হবে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগা সস্পন্নতি এই মর্মে এক নির্দেশিকা জারি করেছেন। স্বাস্থ্য সচিবের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কোনও মাতৃসদন, হাসপাতাল, নার্সিংহোমে অভিভাবকহীন কোনও শিশু যদি পাওয়া যায়, অথবা কোনও ব্যক্তি বা পুলিশ কর্মী কিংবা কোনও ব্যক্তিও যদি অভিভাবকহীন কোনও শিশুর খোঁজ পায় তবে বাধ্যতামূলকভাবে চাইল্ড লাইনে জানাতে হবে। জানাতে হবে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে। ওই পরিত্যক্ত শিশুদের দেখভাল করার জন্য জেলাশাসকের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করতে হবে। ওই কমিটি শিশু

সুরক্ষায় প্রয়জনীয় পদক্ষেপ নেবে। শিশুদের কেনা বেচার কাজে জড়িত থাকার সঙ্গে যুক্ত থাকার সঙ্গে যুক্ত কেউ ধরা পড়লে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে হবে। হাসপাতাল, হোম বা অনাথআশ্রমের কেউ এই কাজে যুক্ত প্রমাণ হলে তাদের ক্ষেত্রে সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে। পরিত্যক্ত অথবা পিতৃ মাতৃ হীন শিশুদের সুরক্ষার জন্য জেলাস্তরে কমিটিকে আরো শক্তিশালি করতে বলা হয়েছে। কোনও পরিত্যক্ত শিশুকে খুঁজে পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরকারি হোমে স্থানান্তর করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনাথ শিশুদের দেখভালের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোম এমনকি আশা কর্মীদেরও যুক্ত করতে বলা হয়েছে। এই সঙ্গে বেআইনি দত্তক গ্রহণ ঠেকাতে জেলায় জেলায় জোর কদমে প্রচারে নামতে বলা হয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পাঁচমিশালী জোট নিয়ে সংশয়ে নওশাদ সিদ্দিকী

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ জুন : নওশাদের সাফ বক্তব্য, ‘একদিকে কংগ্রেসসিপিএম কাছাকাছি আসছে। আবার কংগ্রেস বলছে, আইএসএফ অচ্ছুতা কে কার সঙ্গে থাকবে, না থাকবে... সেটা একটা হচপচ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে’ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে সংযুক্ত মোঁচার একমাত্র বিধায়ক আইএসএফ-এর নওশাদ সিদ্দিকী। বামকংগ্রেসের কেউ দাঁত ফেটিাতে পারেননি বিধানসভায়। একুশের ভোটসমঝোতার সেই জোট, হওয়ার আগেই আমাদের তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। আর এবার নওশাদ সিদ্দিকীও স্পষ্ট করে দিলেন,

সেদিনের সংযুক্ত মোঁচার আজকের দিনে একসঙ্গে আসতে গেলে বিষয়টি নিয়ে একটা ‘থিউড়িমাৰ্কা জোট’ হয়ে যাবে, সেটাও বুঝিয়ে দিলেন তিনি। তাই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপত্তি আছেও চলে। নীতি ধরেই এগোচ্ছেন নওশাদরা। পঞ্চায়েতে সব জয়গায় প্রার্থী দিচ্ছে না আইএসএফ। যেসব জায়গায় প্রার্থী দেওয়া হবে, সেখানে সোমমঙ্গল বারের মধ্যে মনোনয়ন জমা দেওয়া হবে। নওশাদ বলেন, ‘বাকি জায়গাগুলিতে আমাদের অবস্থান কী হবে, কাকে নৈতিক সমর্থন, কাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন সেটা রবিবারের মধ্যে জানাতে পারাব।’ তবে আইএসএফ-এর লড়াই যে তৃণমূল ও বিজেপির উভয়ের



তাহলে কি এবারও একুশের বিধানসভা ভোটের মতো কোনও সমঝোতা হবে? নওশাদের সাফ বক্তব্য, ‘একদিকে কংগ্রেসসিপিএম কাছাকাছি আসছে। আবার কংগ্রেস বলছে, আইএসএফ অচ্ছুতা কে কার সঙ্গে থাকবে, না থাকবে সেটা একটা হচপচ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। আগে আমরা মনোনয়নগুলি জমা দিই, তারপর পরিস্থিতি বুঝে বলতে পারব সমঝোতা হচ্ছে, নাকি হচ্ছে না।’ তবে এই আসন সমঝোতা নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নন নওশাদ। বলছেন, ‘(সমঝোতা) হওয়ার আগেই আমাদের তো অচ্ছুত করে দিয়েছে কংগ্রেস। আমরা যদি সিপিএমের সঙ্গে জোট করি, সিপিএম আবার কংগ্রেসের সঙ্গেও জোট করবে। এটা কেমনভাবে হবে? বিষয়টা একটা

হচপচ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না? এই বিষয়টা আগে স্পষ্ট হওয়া দরকার। তারপরই বিষয়টি নিয়ে বলা যাবে।’ যদিও সমঝোতার দরজা একেবারে বন্ধ করছেন নওশাদ সিদ্দিকী। তাঁর বক্তব্য, ‘(জোট) আমরা তো একবারও না বলিনি। বৃহত্তর স্বার্থে অবিজেপিঅ তৃণমূল সবককে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। কংগ্রেসের যারা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা তো প্রথম থেকেই আমাদের অচ্ছুত ঘোষণা করে রেখেছেন।’ আইএসএফ-এর বর্তমান অবস্থানের কথা বলতে গেলো, কংগ্রেস যদি আইএসএফকে মান্যতা দেয়, তবেই আইএসএফ কংগ্রেস সম্পর্কে মত বদলাবে। নওশাদের এই বক্তব্য নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে একাধিকবার প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও উত্তর দেননি। তবে একুশের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস শিবির একাধিকবার অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছে, জোট তারা বামদের সঙ্গে করেছিল। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী আবার জানাচ্ছেন, ‘আমরা ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলেছি। বিজেপি বিরোধী, তৃণমূল বিরোধী সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করবে। এইই আমাদের বক্তব্য। সেই প্রক্রিয়া অনুধাবন ধরেই চলছে। তৃণমূল ও বিজেপিকে হারানোর বিবেচনায় যে যেখানে শক্তিশালী সে সেখানে প্রার্থী দেবে, লড়াই করবে এটাই আমাদের সামগ্রিকভাবে ভাবনা।’

তা বলে বিরোধীরা যদি প্রার্থী না পায় আমরা তাঁদের প্রার্থী জোগাড় করে দিতে পারব না। বিজেপি নেতা স্বপন পাল বলেন, নির্বাচনের নামে যে প্রহসন হবে তার নমুনা পাওয়া গিয়েছে। এই ভাবে ভোটের দিন ঘোষণা করে মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রথম দিন অনেক জয়গায় মনোনয়ন পত্র পাওয়া যায়নি। আমাদের দলের অনেক প্রার্থী মনোনয়ন জমা করতে পারেননি, কারণ ডিসিআর পাওয়া যায়নি। সিপিএম নেতা মনদীপ ঘোষ বলেন, নির্বাচন ঘোষণা তড়িঘড়ি করা হয়েছে। আগামী সময়ে যাতে সব জয়গায় মনোনয়ন জমা দিতে পারে সেটা দেখতে হবে। পুলিশের যারা শীর্ষ কর্তা তাঁরা ছিলেন বৈঠকে। আমরা বলেছি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো যেন না হয়।

টিয়ারিতে উদ্ধার দুই ব্যাগ বোমা

দূরন্ত বার্তা, ঘূটিয়ারি শরীফ, ১০ জুন : ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়েছে পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ। আর ভোট ঘোষণা হতেই দুই ব্যাগ তাজা বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার অন্তর্গত ঘূটিয়ারি শরীফ সুভাষ পল্লী এলাকায়। সেখানে শনিবার সকালে দুই ব্যাগ তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে একটা ফাঁকা এলাকা থেকে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্য এই বোমা মজুত করা হয়েছিল।

বৃষ্টিতে নেই স্বস্তি, বুধবার পর্যন্ত ৭ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন : উত্তরে স্বস্তি, দক্ষিণে অস্বস্তি। পশ্চিমাঞ্চলে তাপপ্রবাহের সতর্কতার মোয়দা আরও বাড়াল আবহাওয়া দফতর। বুধবার পর্যন্ত ৭ জেলা তাপপ্রবাহের কবলে থাকার আশঙ্কা। এরমধ্যে বেশিরভাগই পশ্চিমের জেলা বলে জানা যাচ্ছে। উপকূলীয় জেলায় ভাপসা গরমের দাপট থাকবে। কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। তবে তাতে অস্বস্তি থেকে রেহাই মিলবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে আবার অঝোর ধারায় বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। রবিবার থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলায়। সোমবার থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং ও কালিম্পাংয়ে। ১৫ জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবার থেকে বৃহস্পতিবারে মধ্যে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার

বিজেপি কর্মীদের গ্যারাজ করার চেষ্টা হচ্ছে, টুইটে তোপ স্বপন দাশগুপ্তর

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন : রাজ্য পুলিশ বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের গ্যারাজ করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ প্রাক্তন সাংসদ বলতে চান, বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। শনিবার সকালে



টুইটারে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা এ কথা লেখেন। সবেমাত্র পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়েছে। শুরু হয়েছে মনোনয়ন প্রক্রিয়া। পাল্লা দিয়ে চড়ত শুরু করছে রাজনীতির পারদ। এবার রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের হেনস্তা করার অভিযোগ তুললেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত। এদিন মোট দু’টি টুইট করেন স্বপননাথ। প্রথম টুইটে তিনি লেখেন, গতকাল, শুক্রবার রাত থেকে হুগলি জেলার পুলিশ বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের গ্যারাজ করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তারেকশুন্দের শ্যামসুন্দর নায়ক এবং শ্রীরামপুরের অশোক রামকে মগরাহাট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে নির্বাচনের কাজ থেকে সরে নাগেলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে এবং গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে। এটাই পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রের অবস্থা। এর পরই সরাসরি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেন স্বপন বাবু। তাঁর দাবি, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এখন তামাশায় পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই তারকেশুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়াই করেছিলেন স্বপনবাবু। তবে তৃণমূল প্রার্থীর কাছে হারতে হয় তাঁকে। অন্য একটি টুইটে রাজ্যের আইপিএস অফিসারদের সার্ববিধানিক দায়িত্ব মনে করিয়ে দিয়েছেন বিজেপির এই তাত্ত্বিক নেতা । তাঁর কটাক্ষ, আইপিএস অফিসারদের যদি নিজেদের কাজের প্রতি বিদ্যুন্মাত্র পোশাদারিত্ব অবশিষ্ট থাকে তাহলে তারা অবিলম্বে এই অন্যা্য বন্ধ করবেন। শুধু স্বপনবাবু নন বিজেপির অন্য নেতারাও রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরবা বিজেপির পাশাপাশি অন্যান্য বিরোধি দলগুলি পুলিশের এহেন ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে এসে পঞ্চায়েত নির্বাচন করার দাবিও তুলেছে বিরোধি শিবির। এই দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও হয়েছে।

বৃষ্টিতে নেই স্বস্তি, বুধবার পর্যন্ত ৭ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন : উত্তরে স্বস্তি, দক্ষিণে অস্বস্তি। পশ্চিমাঞ্চলে তাপপ্রবাহের সতর্কতার মোয়দা আরও বাড়াল আবহাওয়া দফতর। বুধবার পর্যন্ত ৭ জেলা তাপপ্রবাহের কবলে থাকার আশঙ্কা। এরমধ্যে বেশিরভাগই পশ্চিমের জেলা বলে জানা যাচ্ছে। উপকূলীয় জেলায় ভাপসা গরমের দাপট থাকবে। কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। তবে তাতে অস্বস্তি থেকে রেহাই মিলবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে আবার অঝোর ধারায় বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। রবিবার থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলায়। সোমবার থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং ও কালিম্পাংয়ে। ১৫ জুন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবার থেকে বৃহস্পতিবারে মধ্যে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার

মেলে। কলকাতায় এদিনও বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে বলে



আবহাওয়া দফতর। এদিকে শুক্রবার বিকালে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে কলকাতাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকাতে। এক ধাক্কায় কলকাতায় ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত পারাপাতন দেখতে পাওয়া যায়। শনিবার সকাল থেকেই তিলোত্তমার বেশিরভাগ জয়গায় আংশিক মেঘলা আকাশের দেখা

মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। কলকাতায় এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৫৩ থেকে ৯৬ শতাংশের আশেপাশে।

জোট বেঁধে মনোনয়ন, প্রার্থী না পেলে নির্দলকেও সমর্থন, ‘যুদ্ধজেতার’ পাঠ পড়াল পদ্ম শিবির

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন : পঞ্চায়েত ভোটের তৃণমূলকে হারানোই একমাত্র লক্ষ্য বিজেপি। সূত্রের খবর, অধিকাংশ আসনেই



দল প্রার্থী দেবে। জোট বেঁধে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ পৌঁছেছে নীচুস্তরে। প্রয়োজনে নীচুতলায় সমঝোতা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে বিজেপি প্রার্থী থাকবে না, সেখানে যাদের জেতার সম্ভাবনা তাঁদেরই সমর্থন। অথবা নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন। সংখ্যালঘু এলাকায় রতটা সম্ভব প্রার্থী জোগাড় করতে হবে।

প্রার্থী জোগাড় করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বাড়ি বাড়ি প্রচারের ওপর জোর দিয়েছেন রাজ্য নেতারা। মূল প্রচার, মমতা সরকারের দুর্নীতি

চার. দেওয়াল লিখন, মিটিং মিছিল, হেটে সভা, প্রচার চলবে। প্রচার হিসাবে শাসকদলের দুর্নীতিকেই হাতিয়ার করতে চায় বিজেপি। পাশাপাশি মৌদী সরকারের সাফল্য, রাজ্যে গণতন্ত্র ধ্বংস-এই ইস্যুকে প্রচারের আলোয় আনতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্ব। কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পদ্মফুল প্রতীক বেশি করে ঘরে ঘরে প্রচার করতে হবে। কিন্তু বাড়ি বসে নাথ, জলসংযোগ বৃদ্ধিতে রাস্তায় নামতে হবে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দলীয় কর্মীদে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আরএসএসসহ সহযোগী সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরই শুক্রবার সকালে দিল্লি উড়ে গিয়েছেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে ঠেঁক করেন তিনি। সূত্রের খবর, আধ ঘণ্টা নির্দলকে সমর্থন করতে হবে। নির্বাচনের মতো কথা হয়। নির্বাচনের স্ট্যাটাসেজ নিয়েও শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর কথা হয়।

পুলিশের উর্দি পড়িয়ে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নামানোর হুক

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন : পঞ্চায়েত ভোটে পুলিশের উর্দি পড়িয়ে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলোয় সিভিক ভল্যাি টায়ারদের নামানোর হুক করছে সরকার। শনিবার এই অভিযোগ করছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি টুইটারে লিখেছেন, আমাদের বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে যে রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দফতর সিভিক ভলান্টিয়ারদের পুলিশ কর্মী হিসাবে মোতায়েন করার পরিকল্পনা করছে। তাদের পুলিশের পোশাকের মতো উর্দি

পড়ানো হবে। যাতে তাদের চিহ্নিত করা না যায় । সিভিক ভলান্টিয়ারদের জেলার মধ্যে আদানপ্রদান করা হবে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং বীরভূমের মতো সংবেদনশীল জেলাগুলিতে। এটি একটি দ্বিমুখী কৌশল-ক) বুথ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশ মোতায়েনের ঘাটতি কমানোর পূরণ করা। খ) ‘সংবেদনশীল’ জেলাগুলি হল এমন এলাকা যেখানে টিএমসি অভ্যধিকভাবে তাদের ভিত্তি হারিয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বাৰ্তা

২৮ বৰ্ষ, দৈনিক ১৯০ সংখ্যা, রবিবার, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

আসছেন না জেনেনস্কি

ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর এবার পরিস্কার করে বলে দিলেন যে ইউক্ৰেনের প্রেসিডেন্ট জেনেনস্কিকে জি-২০ সম্মেলনে ডাকা হচ্ছে না। ভারত এখনও আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে ভারসাম্য নীতি নিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। জাপানের হিরোশিমাতে জি-৭ সম্মেলনে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট জেনেনস্কি। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। তবে সেই বৈঠকে কী কথা হয়েছে তা অবশ্য বকাশ পায়নি। তবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে ভারত কারোর পক্ষ নিয়ে কথা বলছে না। যুদ্ধ চলতে পারে না। তবে ইউক্ৰেন যদি মানবিক সাহায্য চায় তাহলে ভারত তা দেবে। বিজেপি সরকারের ৯ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে ইউক্ৰেন সেই সম্মেলনের সদস্য নয়। আমরা এখনও অতিথি তালিকা দেখি নি। এটা নিয়ে কেউ আমাদের কিছু বলেনি। তবে যেভাবে কান্ট্রীকে ইস্যুকে করে জি-২০ সম্মেলনে পর্যটন মন্ত্রীরা বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে সবাই অবাক হয়ে যায়। চিন পর্যন্ত কান্ট্রীকে জি-২০ সম্মেলন করার ব্যাপারে বিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা এখন পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলাছে এটা পরিস্কার। মধ্য প্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলি পাকিস্তানের পক্ষে রয়েছে। এমনকী ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত কান্ট্রীকে জি-২০ সম্মেলন বয়কট করেছিল। যে ইন্দোনেশিয়াকে নিয়ে পণ্ডিত নেহরু জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ইউক্ৰেন রশ যুদ্ধ এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে যে বিশ্বের সব স্বাভাবিক আলোচনা পর্যন্ত বাতিল হতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট হতে শুরু করেছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ হচ্ছে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না। ফলে একটি অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের জনগণকে চলতে হচ্ছে। ভারত সফর করেছিলেন ইউক্ৰেনের উপ বিদেশ মন্ত্রী জাপারোভ। তিনি আশা প্রকাশ করে গিয়েছেন যে ভারত এই যুদ্ধ না চলার পক্ষে রয়েছে। শান্তির পথ তৈরি করতে হবে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করে সেটা বারবার ভারত বলে এসেছে। যুদ্ধের পক্ষে নয় ভারত সেটা বারবার বলেছে। রাশিয়া ইউক্ৰেন যুদ্ধ থামাতে ভারতকে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে হবে বলে যে কথা বলেছিলেন উপ বিদেশ মন্ত্রী এমিন জাপারোভা তখন ভারত একটি কথা বলেছে যে তারা কিন্তু যুদ্ধ সৃষ্টি করেনি। আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অস্ত্র দিয়েছে না। বারত যেটা করছে সেটা হচ্ছে অসহায় ইউক্ৰনবাসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। তাদের খাদ্য থেকে শুরু করে গুণ্ধপত্র এবং শিশু পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে ভারত। তার বেশি আর কেউ যেন কোনও কিছু অতিরিক্ত আশা না করে। ভারত জি-২০ সভাপতি। আগামি সেপ্টেম্বর মসে ভারতে যে শীর্ষ সম্মেলন হবে সেখানে আমন্ত্রণ জানাক জেনেনস্কিকে। কিন্তু ভারত থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে জেনেনস্কিকে ভারতে জি-২০ সম্মেলনে আমন্ত্রণ করলে বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সেই বিশৃঙ্খলা ভারত তৈরি করতে চাইছে না। ইউক্ৰেনের বিদেশ মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছিলেন ভারত ইউক্ৰেনের ব্যাপারে আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে। ইউক্ৰেনের প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাপানেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান আতঙ্ক

কথা ছিল তালিবানরা আফগান দখল করে ভারতের দিকে তাকিয়ে তারা আক্রমণ করার ছক কষতে থাকবে। কিন্তু এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে তালিবানরা ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে অফগানে মানবিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করেছে। তার ফলে একন আফগানের তালিবান সরকার ভারত বন্ধু হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এদিকে পাকিস্তান ক্রমশ তালিবানদের ভয় পেতে শুরু করেছে। তেহরিক-ই-তালিবান এখন পাকিস্তান অধিকার করার কথা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে মনস্ত দিতে শুরু করেছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনের নেতারা। করাচিতে প্রবেশ করে গিয়েছে আফগান জঙ্গিরা। এদিকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা স্বীকার করে নিয়েছে যে পাক জঙ্গিদের সহযোগিতা না থাকলে তেহরিক-ই-তালিবানরা লাহোরে এসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারতো না। করাচির পুলিশের সদর দফতরে জঙ্গিরা হানা দেওয়ার ফলে তিন জন জঙ্গি সহ এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৯ জনের বেশি। তারা এই হানা করলো তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে তেহরিক -ই-তালিবান এর দায় স্বীকার করে নিয়েছে। জঙ্গিদের ব্যাণ থেকে একে ৪৭ রাইফেল পাওয়া গিয়েছে। এরা পুলিশ সদর দফতরে প্রবেশ করে চিল্লশ পঞ্চাশ জন পুলিশকে আটকে রেখে দিয়েছিল জঙ্গিরা। গত বছর নভেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে টিটিপির মেফা যুদ্ধবিবর্তি চুক্তি হয়েছিল। তারপরে সেই চুক্তি ভেঙে ফেলা হয়। তারপরে থেকে নিরাপত্তা বাহিনী দক্ষতর লক্ষ্য করে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে টিটিপির জঙ্গি বাহিনী। সন্ত্রাস হামলার মাত্রা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। লাহোরে প্রবেশ করে হামলা করার ফলে পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যবস্থার কক্ষাল বের হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের নাগরিকেরা সুরক্ষিত সেই সেটা প্রমানিত হয়ে গেল এই হামলাকে কেন্দ্র করে। একদিকে পাকিস্তানের ওপরে আর্থিক চাপ আবার অন্য দিকে জঙ্গি হামলা পাকিস্তাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাকিস্তানের বর্তমান সরকার একেবারে শক্তিশীন সরকারের পরিণত হতে শুরু করেছে। পুতুল সরকার হয়ে গিয়েছে শাহবজা সরকার। এদিকে ভারত সরকার পাকিস্তানে ঘটে যাওয়ার ঘটনার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে।

সম্পাদকীয় ২
তালিবানদের ভয় পেতে শুরু করেছে। তেহরিক-ই-তালিবান এখন পাকিস্তান অধিকার করার কথা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে মনস্ত দিতে শুরু করেছে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনের নেতারা। করাচিতে প্রবেশ করে গিয়েছে আফগান জঙ্গিরা। এদিকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা স্বীকার করে নিয়েছে যে পাক জঙ্গিদের সহযোগিতা না থাকলে তেহরিক-ই-তালিবানরা লাহোরে এসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারতো না। করাচির পুলিশের সদর দফতরে জঙ্গিরা হানা দেওয়ার ফলে তিন জন জঙ্গি সহ এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৯ জনের বেশি। তারা এই হানা করলো তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে তেহরিক -ই-তালিবান এর দায় স্বীকার করে নিয়েছে। জঙ্গিদের ব্যাণ থেকে একে ৪৭ রাইফেল পাওয়া গিয়েছে। এরা পুলিশ সদর দফতরে প্রবেশ করে চিল্লশ পঞ্চাশ জন পুলিশকে আটকে রেখে দিয়েছিল জঙ্গিরা। গত বছর নভেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে টিটিপির মেফা যুদ্ধবিবর্তি চুক্তি হয়েছিল। তারপরে সেই চুক্তি ভেঙে ফেলা হয়। তারপরে থেকে নিরাপত্তা বাহিনী দক্ষতর লক্ষ্য করে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে টিটিপির জঙ্গি বাহিনী। সন্ত্রাস হামলার মাত্রা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। লাহোরে প্রবেশ করে হামলা করার ফলে পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যবস্থার কক্ষাল বের হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের নাগরিকেরা সুরক্ষিত সেই সেটা প্রমানিত হয়ে গেল এই হামলাকে কেন্দ্র করে। একদিকে পাকিস্তানের ওপরে আর্থিক চাপ আবার অন্য দিকে জঙ্গি হামলা পাকিস্তাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাকিস্তানের বর্তমান সরকার একেবারে শক্তিশীন সরকারের পরিণত হতে শুরু করেছে। পুতুল সরকার হয়ে গিয়েছে শাহবজা সরকার। এদিকে ভারত সরকার পাকিস্তানে ঘটে যাওয়ার ঘটনার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে।
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী
স্বামী বিবেকানন্দ চেয়ে ছিলেন পূজো অর্চনা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হোক। পূজোর নাম করে যেভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার চালানো হয় সেটা সম্প্রদায়ের অবমাননিক। এই অবমাননিকতা সৃষ্টি করেছে পুরোহিত সম্প্রদায়। সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরকে একেবারে অবহেলা করে চলতেন। তিনি বলতেন, মানব জাতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভগবান। তার ওপরে আর কোনও আলাদা করে ভগবানের অস্তিত্ব নেই। মানুষই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। ধর্ম সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি ধর্ম এবং ঈশ্বর আজ মানুষকে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষের স্বাধীন জীবন একেবারে বিপন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করছে কুশংস্কারাছন্ন পুরোহিত সম্প্রদায়। এদের হাত থেকে ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। প্রকৃত ধর্মের স্থাপন করতে হবে।

রাসবিহারী বোসের রাজনৈতিক দর্শন

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ২৫ জুনযারি ১৯৩৮ সালে টোকিও থেকে সুভাষচন্দ্র বোসকে লিখছেন,“What is now wanted for the Congress to lead the country correctly is to have a revolutionary mentality. It is now an evolutionary body. It must be made a pure revolutionary body...The fetish of non-violence should be discarded, and the creed should be changed. Let us attain our goal through all possible means: violence and non-violence.” এই বক্তব্যের রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ করলে একটি কথাই উঠে আসে সেটা হচ্ছে ইংরেজ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ চাই। সমানে সমানে টক্কর দেওয়া। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনীতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম বারবার ব্যর্থ হলেও তা কিন্তু সর্ব ভারতীয় জাতীয় উত্তেজনা নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি সেই সশস্ত্র সংগ্রামের জাতীয় চেতনার ওপরে বসে অহিংসা মন্ত্র সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিলেন। যদিও বাংলা এবং পাঞ্জাব এর অধিকাংশ মানুষ গান্ধির অহিংস নীতির পক্ষে ছিল না। আলিপুর বোমা মামলা চলাকালীন যে জাতীয় রাজনৈতিক উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হল তাকে দমন করতে ইংরেজরা কম শক্তি প্রয়োগ করেনি। কিন্তু তার ফাঁক দিয়ে ‘আন্ড্রোয়াইট সমিতি’ মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে। আর এই সমিতির পরিচালকেরা সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ ইংরেজ শাসন বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম করার প্রস্তুতি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাংলার মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামকে পুনরায় জাগ্রত করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) আর বাংলার বাহিরে সশস্ত্র সংগ্রামকে পরিচালনা করার ভার নেন রাসবিহারী বোস। রাসবিহারীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি তাঁর লেখনি এবং বক্তব্যের মধ্যে থেকে। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন তাঁর কথার মধ্যে দিয়েই প্রস্ফুটিত। রাসবিহারী এবং সুভা একই পথের পথিক। দুই জনের মত একই কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত। একই চিন্তাধারায় প্রবাহিত। দুই জনই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেম যে সংসদীয় পদ্ধতিতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা দখল করার চেয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে স্বাধীনতা লাভ করা আরও বেশি সম্মানজনক। রাসবিহারী বোস আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে ইংরেজ শক্তিকে পরাস্ত করতে গেলে এর মূলে আঘাত দিতে হবে যাতে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কঁপে। ১৯১২ সালে দিল্লিতে ভারতের ডাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এর ওপরে বোমা

বর্ষন অভিযানকে সফল করতে ১৮ বছরের একটি ছেলেকে মহিলাদের পোশাক পরিয়ে হাতে বোমা দিয়ে দাঁড় করিয়ে যেমন রেখেছিলেন পাশাপাশি আরও তিনজনকে এই অভিযানকে সফল করতে উপস্থিত করান। কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের মধ্যে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। তিনি দুঃখ পেয়ে লিখছেন, “Many of the devoted sons of Mother Indian will perish. Perhaps, my beloved Basanta will go to the gallows. With that



thought, my heart writhes in pain. I will grieve their deaths but salute their sacrifices. Their sacrifices will lead the way ahead for the children of India to unchain her from shackles of captivity” দিল্লি অভিযান ব্যর্থ এবং তার জন্য চারজনকে ফাঁসি রাসবিহারীকে মানসিক আঘাত দেয়। দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আমিরচাঁদ, অবেধ বিহারী এবং বালমুকুন্দ এর ৮ মে ১৯১৫ সালে দিল্লির সেন্টাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হল। ইংরেজ সরকার আর বেশি সময় নষ্ট না করে দুই দিন বাদেই বসন্ত বিশ্বাসকে আশ্বালা জেলে ১৯১৫ সালের ১০ মে ফাঁসি দিল। মে মাস ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস বলে বিবেচিত। দিল্লি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তদের যেমন ১৯১৫ সালে মে মাসে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ঠিক তেমনি মুজফ্ফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য অভিযুক্ত ক্ষুদিরাম বোসকে ফাঁসি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১১ মে । মে মাসকে বলা হয় বিপ্লবের মাস। আর এই বিপ্লবের মাসেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি নজরুল সহ আরও অনেকে।

যাই হোক বিপ্লবী কিশোর বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হওয়াতে খুবই মানসিক আঘাত পান রাসবিহারী বোস। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারত থাকটা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ নয়। তিনি জাপানে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাসবিহারী বোস তাঁর রাজনৈতিক মত প্রকাশ করতে গিয়ে “Young India” পত্রিকায় লিখছেন, “No people on earth can consent to be governed by another people...there can either be freedom or the opposite of it ...slavery. There is no mid-way. For India to desire to remain within the

করে নিয়েছিল। ‘এশিয়ান ফর এশিয়ান’ এখানে ইউরোপের কোনও কর্তৃত্ব থাকার কথা থাকতে পারে না। এশিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে এশিয়াবাসীরা। সেখানে ইংরেজ একটি বহিরাগত দেশ। এশিয়ার ওপরে আধিপত্য বিস্তার করার তাদের একটা অনাধিকার চর্চা। রাস বিহারীর বোসের এই মন্ত্র জাপান সরকার এবং রাজতন্ত্রের মনের কথা হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে পেরেছিল। সেই কারণে জাপান একেবারে নিঃস্বার্থ হয়ে ভারতকে স্বাধীনতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সব রকমের সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করে। রাসবিহারী বোস রাজনৈতিক দর্শনের



বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের তাঁর শৈশব কালের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তাঁর ঠাকুরদা কালিচরণ বোস নাতিকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি রাসবিহারীকে লাঠি খেলা থেকে শুরু করে ছুরি, তলোয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য গ্রাম্য গুরুজির কাছে নিয়ে গিয়ে। সেখানে শরীর চর্চা করার পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী এবং ইতিহাস চর্চা পাঠ করানো হতো। সেই সব শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেন রাসবিহারী। কিন্তু তাঁর পিতা বিনোদ বিহারী বোস আবার এই সব কিছু পছন্দ করতেন না। খুব ছোটবেলায় মা ভুবনেশ্বরী দেবী শিশু রাসবিহারীতে রেখে দেহত্যাগ করেন। রাসবিহারীর একটি বোন ছিল তাঁর নাম সুশীলা। বোন এবং রাসবিহারী খুবই ছোট। এদেরকে মানুষ করার জন্য আবার পিতা বিনোদ বিহারী বিবাহ করলেন তিনকড়িকো বিবাহ করে তাঁরা আর বেশি দিন বর্ধমানের সুবলদহ গ্রামে থাকেননি। পিতার কর্মস্থল চন্দননগরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। কিশোর রাসবিহারীর জাতীয় অনুশীলনের শিক্ষা গুরু হলেন তাঁর

ঠাকুরদা কালিচরণ বোস। তিনি নাতিকে প্রতি পদে পদে মনে করিয়ে দিতেন ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের কথা। কালিচরণ বলতেন, “Alas, the filthy chains of servitude under the British Raj has left us caged land and helpless. I have lived my life, but you, and thousnad like you, my child, are born in this caged existence. This pains me. I hope that the fire of being free burns in your heart abd moulds your soul to strive to break down these chains, so that, in a distant future, perhaps our countrymen will be able to breathe the fresh air of Independence (Two great Indian Revolutionaries -Rash Behari Bose and Jyotindranath Mukherjee By Uma Mukherjee, page- 40-120)” কিন্তু পিতা বিনোদ বিহারী বোস রাস বিহারীর সম্পর্কে অন্য ধারনা পোষন করতেন। তিনি চন্দননগরে পুত্র রাসু (ডাক নাম) নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর একটি মাত্র লক্ষ্য পুত্র ফরাসি এবং ইংরাজ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারি উচ্চ দে আসীন হবে। কিন্তু ঠাকুরদা কালিচরণ বোস যে দীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে নিজেকে একেবারে বের করে নিয়ে আসতে পারেননি রাসু। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বড় হয়ে তিনি সেনা বাহিনীতে যোগদান করবেন। সৈনিক দক্ষতা তাঁকে অর্জন করতে হবে। পুত্রের মুখ থেকে এই কথা শুনে পিতা সন্তুষ্ট হননি। তিনি চূপ করেছিলেন। পালিতমাতা তিনকড়ি দেবী সন্তানকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। সেই সময়ে কালিচরণ রাসু পাশেই বসেছিলেন। তিনি বলেন, “if you have made up your mind, then prepare for the next step. Write your future to secure what you want” ১৮৯৮ সালে রাসু তখন মাত্র বারো বছর। ব্রিটিশ সেনা বিভাগে সেনা হওয়ার জন্য আবেদনকরা লিখে সেনা দফতরে পাঠিয়ে দিলেন ডাকযোগে। মাত্র বারো বছরের ছেলে সেনা বিভাগে সেনা হওয়ার আবেদন করেছে তা দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সেনা অফিসাররা এত অল্প বয়সের কোনও ছেলে এর আগে সেনা হওয়ার জন্য চিঠি লেখেনি। কিন্তু বারো বছরের ছেলেকে তো সেনা বিভাগে নেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠির উত্তর দেয় সেনা দফতর। সেই সময়ে পিতা এবং তাঁর মা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে আর গ্রামের বাড়িতে ঠাকুরদা তত্ত্বাবধানে রাসুকে রাখা চলবে না। তাঁকে চন্দননগরে নিয়ে চলে যেতে হবে। (ক্রমশ...)

প্রস্তুত হচ্ছে বিশ্ব গণতান্ত্রিক মঞ্চ

বিশেষ প্রতিনিধি

বিশেষ মন্ত্রকের চিন কূটনীতি সিদ্ধান্তে ধীর এবং স্থির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের মুখ দিয়ে প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কংগ্রেস দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধিকে চিনকে অস্ত্র করে বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। লাদাখে ভারতের জমি চিন দখল করে ফেলল। এবং চিনের হাতে ভারতীয় সেনাদের মৃত্যু। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কেঃদ্রীয় সরকার চিনে কী হয়েছে আসল খবরটা একেবারে চেপে রাখার চেষ্টা গ্রহণ করে নিয়েছিল। যার ফলে সর্বদলীয় বৈঠকে দেশের প্রধানমন্ত্রী চিন নিয়ে একটি কথাও বলেননি। তিনি যেমন চিনের নাম উচ্চারণ না করে ভারত চিন সীমান্তে সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ চিনের সম্পর্কে কোনও কথা বলেননি। তারপরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী চিন নাম উচ্চারণ না করে সেনাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। এবং সীমান্ত শক্তি বৃদ্ধি করার আদেশ দিয়েছেন। আসলে চিনের সঙ্গে কোনও রকমভাবে কেন্দ্রীয় সরকার মন কাকষি করতে চান না সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। তোষামোদ নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে বিরোধীরা। চিন যেভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তকে তাদের এলাকা বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে কোনও জোরালো প্রতিবাদ নেই। উল্টে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে চিন এখন দার্জিলিং এলাকায় চা বাগানগুলোর ওপরে নজর দিয়ে বসে রয়েছে। যেখানে সোরা শেশ জুড়ে এখন চিনা পণ্য বর্জন করার ডাক দেওয়া শুরু হয়েছে এবং পথে পথে

চিনা পণ্য পোড়ানো শুরু হয়েছে সেখানে চিন এখন দার্জিলিং এলাকায় অবস্থিত চা বাগানগুলো পরোক্ষভাবে কিনে নেওয়ার পথ তৈরি করেছে। সে খবর এসেছে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভবনে। দার্জিলিংয়ের চা বাগানের হস্তান্তর আটকে দিয়েছে দার্জিলিং জেলার ভূমি রাজস্ব বিভাগ। চা বাগানের হস্তান্তরে যে তিনটি গুজরাতি ব্যবসাদাররা এটা করার চেষ্টা তাদের নাম সমানে এসেছে। তাদের নেপথ্যে হংকং পুঞ্জিভূত এক চিনা লগ্নি সংস্থার যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই শ্রমিকদের পাওনাগণ্ডা ও জমির লিজের কাগজপত্র চেয়ে নতুন মালিকদের নামের কাগজপত্র হতে দেশনি জেলা প্রশাসন। শুধু চা বাগানই নয়, পাহাড়ে অত্যন্ত দশটি জায়গায় চিনা লগ্নিকারীরা ঢোকার চেষ্টা করছে বলে খবর রয়েছে। চিনের আসল লক্ষ্য হল ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করে ভারতের ওপরে নজর রাখা। লাদাখের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের সেনারা সমতলে থাকুক। আর চিন পাহাড়ের ওপরে অবস্থান করুক এটা চায়। চিন চাইছে পাহাড়ি এলাকাগুলো দখল করে নিয়ে সেখান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ওপরে নজরদারি করতে। কংগ্রেস দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি বলেছেন, চিনের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিনকে একেবারে চটাতে চাইছেন না। তিনি চিনের চোয়ারম্যানের নাম না করে যেভাবে সর্বদলীয় বৈঠকে বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন তাতে মনে হচ্ছে চিনের চোয়ারম্যানকে কঠোর কথা বলতে একেবারে নারাজ মোদি সরকার। যদি চিনের চোয়ারম্যানের নাম করে সর্বদলীয় বৈঠকে কথা বলতেন তাহলে

বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বিজেপি বিরোধী প্রচার করতে শুরু করে দিতা। এদিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আর্থিক উন্নয়ন হয়নি। শিল্প হয়নি। কালো টাকা উদ্ধার করা হয়নি। ললিত মোদি, বিজয় মালাকে দেশে ফেরানো সম্ভব হয়নি। লকডাউনের সময়ে দেশের প্রায় অধিকাংশ শ্রমিকেরা বিজেপি বিরোধী হয়ে যায়। পরিযায়ী শ্রমিকেরা বিজেপি সরকারের কাছ থেকে কোনও সুবাহা পায়নি। উপরন্তু না খেতে পেয়ে রাস্তা বহু জন মারা গিয়েছে। বহু শিশু পথ্য না পেয়ে মারা গিয়েছে। সেই সব তথ্য প্রকাশ করছে না সরকার। বিজেপি সরকার এসে সাধারণ মানুষের কোনও লাভ হয়নি। উপরন্তু আরও বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ দেবে বলে ঠিক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সে ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বটে। সেটাকে বাস্তবায়িত করতে কত বছর লেগে যাবে তা জানা যাচ্ছে না। চিনের লগ্নি এখন ঘুর পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে চাইছে সে খবর রয়েছে। সেই কারণে এখন ভূমি রাজস্ব বিভাগ সব কিছু খতিয়ে দেখে তবেই ছাড়পত্র দিচ্ছে। বিশাল অক্ষের টাকা প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। চিনের ব্যবসা এমনিতে খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। চিন দেশের অভ্যন্তরীন বাজার তেজি নয়। একেবারে ভেঙে পড়েছে। তারও রে যদি ভারত চিনা পণ্য বয়কট করা ডাক। তবে আগামি দিনে চিনা পণ্য সত্যি বয়কট হতে পারে। চিনকে বাদ দিয়ে বিশ্ব আর্থিক দিক দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলো এবারে একত্রিত হয়ে উন্নয়নের কাজ করতে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেখানে চিন এবং রাশিয়া পণ্য

নেওয়ার কোনও প্রশ্ন থাকবে না। চিন এবং রাশিয়া যাতে আর্থিকভাবে থাবা বসাতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলি এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ গ্রহণ করছে। এই গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে আছে আমেরিকার সহ গোটা ইউরোপ ইউনিয়ন এবং ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্রগুলো রয়েছে। ভারতকে তার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির আসল আমেরিকাস সফরের দিকে লক্ষ্য রেখে আমেরিকা এবং ব্রিটনে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছে। যেভাবে একেবর পর এক গণতান্ত্রিক দেশগুলি আক্রান্ত হতে শুরু করেছে তাতে আগামি দিনে বিশ্বে কোনও গণতান্ত্রিক দেশ থাকবে না বলে মনে করছে আমেরিকা। সেই কারণে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসার কথাকে ব্যক্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ গোষ্ঠী তৈরি করার চেষ্টা করছে। এদিকে রাশিয়া এবং চিন কমিউনিস্ট গোষ্ঠী তৈরি করার চেষ্টা করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিন রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে উত্তর কোরিয়া। দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কিছু কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। আর তাদেরকে এখন মদত দিতে শুরু করেছে আরবের দেশগুলো। পাকিস্তান এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে নিজেকে ভারত থেকে রক্ষা করতে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী করা হবে। সব গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে রক্ষা করতে সবাইকে সদস্য পদ গ্রহণ করতে হবে, ব্যবসায়িক এবং সামরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির বেশি করে নজর দিতে হবে। গণতান্ত্রিক দেশ আক্রান্ত হলে সবাইকে এক সঙ্গে লড়াই করতে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

হেরিটেজ রাজকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ কালী মন্দির

কলকাতার প্রায় প্রতিটি পাড়ায় একটি করে কালী মন্দির দেখতে পাওয়া যাবে। বাংলায় কালী ভক্তদের সংখ্যা খুব বেশি। কালী ভক্তরা বাংলায় বেশি বসাবস করে। কালী হচ্ছে তন্ত্র সাধনার দেবী। তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে ভক্তরা তন্ত্র সাধনা করে থাকে। আবার শ্মশান কালীও রয়েছে। রয়েছে দক্ষিণা কালীও। দক্ষিণ দিকে কালী মুখ করে থাকে বলে কেউ কেউ এই কালীকে দক্ষিণা কালী বলে ডেকে থাকে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কাছে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স

অফিসের কাছে কালী মন্দির রয়েছে। আগে মন্দিরের চারপাশে কোনও দেওয়াল ছিল না। সবাই কালী দর্শন করতে পারতো। কিন্তু এখন চারপাশে দেওয়াল ঘেরা দেওয়া হয়েছে। আটচালার রীতিতে এই মন্দির তৈরি করা হয়েছে। কালী বিগ্রহটি কপ্তি পাথরের তৈরি। প্রায় দুশো বছর আগে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণ। এই মন্দিরে



কালীর পাশে রয়েছেন রাধাকৃষ্ণ এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি। রাজকৃষ্ণ দাস কলেজ স্ট্রিটে বিশাল শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের দেওয়ালে দেব দেবীর চিত্র প্রথিত রয়েছে। বিষ্ণুপুর থেকে পৌরাণিত কাহিনী প্রথিত করে নিয়ে এসে এখানে মন্দিরের দেওয়ালে চিত্রিত করা হয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি এখানে যেমন পূজিত হয়ে থাকে পাশাপাশি আবার প্রভু যিশুর

ভজনা করা হয়ে থাকে। জানা গিয়েছে বৌবাজারে যে স্ট্রিটে বহু খ্রিস্টান পরিবার বসবাস করে। তাদের বহুজন আবার কালী ভক্ত। তারা যেমন যিশু ভজনা করে থাকে। পাশাপাশি আবার কালী পূজোর দিন কালী পূজো দিয়ে থাকে। যদিও তারা পূজো অর্চনায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু তারা আবার প্রচণ্ড রকমের কালী ভক্ত। কালী বিগ্রহ ছাড়া রয়েছে ত্রিলোকেশ্বর মন্দির। ত্রিলোকেশ্বর পূজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

গরমে ঠান্ডা থাকার দাওয়াই তালশাঁস, বাজারে চাহিদা তুঙ্গে

জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাণ ওঠাগত প্রায় সকলেরই। শরীরকে ঠান্ডা রাখতে তাই প্রয়োজন খাদ্যতালিকায় বদল।



এক প্রকার বাধ্য হয়েই তা করতে হচ্ছে। এই তালিকায় চিকিৎসকদের পরামর্শ তালশাঁস খান। আর এই গরমেই তা বাজারে চলেও এসেছে। বিক্রেতাররা বলছেন, গ্রীষ্মের সময় তালের শাঁস খুবই জনপ্রিয় খাবার। এটি খেতে খুবই সুস্বাদু। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ জল। যা অনেকটা ডাবের জলের মতোই। এতে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন, ফাইবার এবং খনিজ উপাদান থাকে। নদিয়া

জেলার বিভিন্ন জায়গায় সাতসকাল থেকেই তালশাঁস বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা। তালশাঁসকে বলা হয়,



তালের কচি আটির শাঁস। ইংরেজিতে একে বলা হয় ‘আইস আপেল’। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে নদিয়া জেলার অন্যতম কৃষগঞ্জ এবং মালদায়ার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার উপর তালশাঁস নিয়ে বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা। ১০ টাকাতে তিনটি তালশাঁস বিক্রি করছেন। দিনের শেষে এক থেকে দেড় হাজার টাকা রোজগার করে বাড়ি ফিরছেন কেউ কেউ। জানেন কী গুণ রয়েছে এই

তালশাঁসের। পুষ্টিবিদরা জানানেন, ডাবের জল এবং তালের শাঁসের গুণাগুণ একই রকমের। দুটিই খোলসের ভিতরে থাকে। ডাবের জলের পুরোটাই তরল, অন্যদিকে তালের শাঁসে কিছুটা শক্ত অংশ থাকে। গ্রীষ্মে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে তালের শাঁস। প্রচণ্ড গরমে তালের কচি শাঁস এবং এর ভিতরের মিষ্টি জল তৃষ্ণা মিটিয়ে শরীরে এনে দেয় আরামদায়ক অনুভূতি। এছাড়া এ সময় তাপমাত্রার কারণে ব্লক স্তম্ভ হয়ে যাওয়া, চুল পড়া ইত্যাদি রোধ করতে সাহায্য করে এটি। অতিরিক্ত ঘামের ফলে শরীর থেকে যে জল বেরিয়ে যায় তা পূরণ করতে সাহায্য করে তালের শাঁস। তালের শাঁসে থাকা জলীয় অংশ শরীরে জলস্ন্যতো দূর করতে সাহায্য করে। তালশাঁসে রয়েছে ভিটামিন সি ও বি কমপ্লেক্স, যা শরীরের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। এছাড়া ভিটামিন এ, যা দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করতে সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। অনেক সময়ে অ্যাসিডিটির ফলে বমিভাব হয় এবং লব্ধার বিষাদ থাকে। কচি তালের শাঁস এই বমিভাব দূর করে নিশেই।

গরমে ইচ্ছে হলেই আইসক্রিম খাচ্ছেন কি, সাবধান হোন! বিপদ হতে পারে

গরমের দাবদাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘরের বাইরে পা রাখলেই জ্বলে পুড়ে যাচ্ছেন শরীর। অতঃপর আইসক্রিমের স্টল বা দোকান দেখলেই নিজেকে সেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই না ? আর এক কামড় দিয়ে মুখে পড়লেই পুরো স্বর্গ! তবে সাবধান! এই ‘ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল’ এফেক্টের নেপথ্যে কিন্তু অজান্তেই নিজের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আইসক্রিম খেতে ভালবাসেন না, আট থেকে আশি এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দায়। তবে এই ঠান্ডা ডেজাট গলাধঃকরণ ডেকে আনতে পারে আপনার জীবনে বিপদ। কারণ এর উপকারিতার থেকে অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশি। কীরকম?

১. আধ কাপ ডানিলা আইসক্রিমে প্রায় ২৫ এমজি কোলেস্টেরল থাকে। অতঃপর গোটা একটা আইসক্রিম খেলে আপনার শরীরে কতটা পরিমাণ কোলেস্টরলের মাত্রা বাড়বে। তাই আপনার রক্তে যদি কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হয়, আইসক্রিম থেকে দূরে থাকুন। তাছাড়া, নিত্যদিন আইসক্রিম খাওয়া কাজের কথা নয়।

২. ভয়াবোটিক রোগীরাও আইসক্রিম খেতে পারেন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। আইসক্রিমে প্রচুর পরিমাণে চিনি



স্বাভাবিক।

৩. যেসমস্ত উপকরণ দিয়ে আইসক্রিম তৈরি হয়, তাতে প্রচুর মাত্রায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। যা শরীরে এনার্জি জোগানোর পাশাপাশি বিশেষ এনজাইম উৎপাদন করে স্ট্রেসের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে শরীরকে বাঁচায়। তবে সেই সন্দেশে ডেকে আনে ওজন বাড়ানোর তো বিপদ। যার ফলে

শরীরে ডায়াবেটিস, হাইপ্রেসার, কোলেস্টেরলের মতো রোগ অচিরেই বাসা বাঁধে।



৪. এছাড়াও একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আইসক্রিম খাওয়ার মাত্রা বেশ কিছু নার্ভের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ক্রনিক মাথা যন্ত্রণা হয়। স্মৃতিশক্তিও কমতে পারে। বাচ্চাদের এই সুইসক্রিম খুবই পছন্দের। তারা এই জিনিসটা পেলে স্তনদেধে যেতে ওঠে। তবে সাবধান হবেন ওপরের বিষয় দুটো খেয়াল রাখবেন।

ডিম দিয়ে বানিয়ে ফেলুন কুড়মুড়ে পকোড়া, রইল রেসিপি

ডিম প্রায় সকলেরই প্রিয়। সেই ডিম দিয়েই সান্ধ্যকালীন মুখরোচক হিসেবে বানিয়ে ফেলুন পকোড়া। সারা দিনের খটুনির পর বিকেলে গরম গরম চায়ের সঙ্গে হয়ে যাক মুচুমুচে ডিমের পকোড়া! ক্লান্ত শরীর একেবারে চমকনে হয়ে উঠবে। কি ভাবে বানানো দেখে নিন- ডিমের পকেড়ার উপকরণ- ২টো ডিম, এক কাপ বেসন, ২-৩টে পেঁয়াজ কুচানো, ১ চামচ আদা কুচি, ১ চামচ রসুন কুচি, কাঁচা লক্ষা কুচি, ১ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, ধনে পাতা কুচি, স্বাদমতো নুন, আখা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, আখা চা চামচ লব্ধা গুঁড়ো, আখা চা চামচ চিনি গুঁড়ো, আখা চা চামচ জিরে গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ কমল্লাওয়ার, ভাজার জন্য সাদা

তেল। ডিমের পকোড়া বানানোর পদ্ধতি একটা বাটিতে পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, রসুন কুচি, কাঁচা লক্ষা কুচি, চিলি ফ্লেক্স, ধনে পাতা কুচি, স্বাদমতো নুন, হলুদ গুঁড়ো, লক্ষা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো নিয়ে সমস্ত উপকরণ হাত দিয়ে ভাল ভাবে মাখিয়ে নিন। এর মধ্যে ডিম, চালের গুঁড়ো, কমল্লাওয়ার, বেসন দিয়ে আবারও মাখিয়ে নিন। কড়াইয়ে পরিমাণমতো সাদা তেলে গরম করুন।

এই মিশ্রণটি থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে তেলে ছাড়তে থাকুন। উল্টেপাল্টে পকোড়াগুলো ভেজে নিন। সেনোলি বং ধরলে তুলে নিন ডিমের পকোড়া। টিস্যু পেপারে পকেড়া মুড়ে রাখুন কিছুক্ষণ। এতে তেলেভাজার মধ্যে থাকা অতিরিক্ত

আম সর্ষে ইলিশ-ইলিশের নাম শুনলে জিতে জল আসে না এমন



নিন। টোমাটো সসের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন ডিমের পকোড়া।

একখালা ভাত চোখের পলকে সাবাড় হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া, ভাপা, পাতুরি, সর্ষে ইলিশ, দই ইলিশ, ইলিশের টক-আর কত কী যে বাঙালি ইলিশ দিয়ে রাঁধতে পারে, তার তালিকা শেষ হওয়ার নয়। তবে কখনও আম সর্ষে ইলিশ চেখে দেখেছেন কি? না শেরে থাকলে একবার ট্রাই করতে দেখুন। মন্দ লাগবে না! রইল তারই রেসিপি। আম সর্ষে ইলিশের উপকরণ ৫-৬ পিস ইলিশ মাছ, একটি কাঁচা আম, ২ টেবিল চামচ সাদা সর্ষে, ২ টেবিল টামচ কালো সর্ষে, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, লক্ষা গুঁড়ো, আধ চা চামচ কালো জিরে, কয়েকটা কাঁচা লক্ষা, পরিমাণমতো সর্ষে তেল, স্বাদ অনুযায়ী লবণ। আম সর্ষে ইলিশ

বানানোর পদ্ধতি মাছগুলো ভাল করে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখুন। আমের খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিন। সাদা সর্ষে ও কালো সর্ষে সামান্য জল দিয়ে বেটে রাখবেন। কড়াইতে তেল গরম করে কালো জিরে ফোতান দিন। এর মধ্যে কাঁচা আমের টুকরোগুলি দিয়ে দিন। একটু নাড়াচাড়া করুন। এর পরে হলুদ গুঁড়ো, লক্ষা গুঁড়ো আর নুন দিয়ে একটু কষিয়ে নিন। কখনো হলে জল ঢেলে ফুটতে দিন। আম সেক্ হয়ে এলে ছাঁকনিতে সর্ষে বাটা ছেঁকে নিয়ে কড়াইতে ঢেলে মিশিয়ে দিন। এবার নুন, হলুদ মাখানো মাছগুলি দিয়ে দিন। বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নামিয়ে ফেলুন। ব্যস, তৈরি হয়ে যাবে আম সর্ষে ইলিশ! গরম গরম সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

নতুন ট্রাক স্থাপনে পূর্ব রেলওয়ের অসামান্য কর্মক্ষমতা



১০ জুন : পূর্ব রেলওয়ে ২০২২-২৩ সালে ১২০ কিলোমিটার নতুন ট্রাক স্থাপন করে একটি রেকর্ড অর্জন করেছে। এই ১২০ কিলোমিটার নতুন ট্রাক স্থাপনের মধ্যে ৮০ কিলোমিটার দিগুণ কাজের এবং ৪০ কিলোমিটার নতুন লাইন সেকশনের জন্য। গত পাঁচ বছরে ইস্টার্ন রেলওয়ের এটাই সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স। ট্রাক স্থাপনে পূর্ব রেলওয়ের এই অর্জন স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে নতুন ট্রাক স্থাপনের ক্ষেত্রে রেলওয়ের দুর্বল কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু মিডিয়ায় সাম্প্রতিক প্রচারণা ভিত্তিহীন এবং ইচ্ছাকৃত। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২৩ সালে তিনটি সুপার ক্রিটিক্যাল প্রজেক্ট যেমন ব্যান্ডেল-বোইঞ্চি ৩য় লাইন (৩১ কিমি), বোইঞ্চি-শক্তিগড় ৩য় লাইন (২৬ কিমি) এবং ডানকুনি-চন্দনপুর (২৫.৪১ কিমি) এবং একটি ক্রিটিক্যাল প্রোজেক্ট যেমন নিমিতাতি- নতুন ফারাক্কা দিগুণ (২৫.৪২ কিমি) সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, বাজারসাঁউ- আজিমগঞ্জ (৪২.১৫ কিমি), কাটোয়া-বাজারসাঁউ (৩০.৫৯ কিমি) এবং সোন্দালিয়া-চম্পাপুকুর (২৩.৬৪ কিমি) এর মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাল্টিট্রাকিং প্রকল্পগুলিও ২০২২-২৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে। অধিকন্তু, ২০২২-২৩ সালের মধ্যে ১৫টি ROB চালু করা হয়েছে নিরাপত্তা এবং সড়ক ট্রাফিকের দ্রুত গতিতে। ৮০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য দিগুণ করার এই ধরনের কমিশনিংয়ের মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গের পিছনের ওয়ার্ড অঞ্চলগুলির আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটতে পারে। পূর্ব রেলওয়ের শহরতলির নেটওয়ার্ক প্রাথমিক এলাকাকে শহরের সাথে সংযুক্ত করে সাধারণ জনগণের আস্থা অর্জন করেছে এবং সেইসাথে প্রতিদিনের যাত্রীদের কলকাতায় ছোট ব্যবসা করে একটি সস্তা এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা হিসাবে। একইভাবে, ৪০ কিমি নতুন লাইনের (যেমন মোহনপুর এবং হাসডিহার মধ্যে) বিধানের মাধ্যমে, ঝাড়খণ্ডের পিছিয়ে পড়া অঞ্চল গোড্ডাকে হাওড়া-দিল্লি রুটের প্রধান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। গোড্ডা থেকে নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পুনরুদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছে আরপিএফ

১০ জুন : ০৮.০৬.২০২৩ তারিখে প্রায় ০৯,০০ টয়, মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনে একজন অনডিউট আরপিএফ কর্মী প্রাটিন্সের বসার স্রোরে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। কিছুক্ষণ পর ওই নম্বরে একজন ফোন করে জানান যে মোবাইলটি তারা। স্টেশন মাস্টার তাকে যথাযথ কাগজপত্র নিয়ে স্টেশনে আসার পরামর্শ দেন। কিছুক্ষণ পর একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি তার হারিয়ে যাওয়া ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

জাসিডিতে প্যান্ডি কারের পরিবর্ধন

১০ জুন : যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে ১৭৬২১১৭৬২২ ভান্ডো দা গামা-জাসিডিহ-ভান্ডো দা গামা এক্সপ্রেসের সাথে একটি প্যান্ডি কার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা ভান্ডো ডি আগামা থেকে ২৬.০৬.২০২৩ থেকে ছেড়ে যায় এবং ২৬.০৬.২০২৩ থেকে জাসিডিহ থেকে স্থায়ীভাবে ছেড়ে যায়।

বাংলাদেশের মৌলভীবাজার সীমান্ত দিয়ে ভারতে রোহিঙ্গা পাচার বাড়ছে

ঢাকা, ১০ জুন : গত ২২ মাসে বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের বিভিন্ন উপজেলায় আটক হয়েছেন ৯৪ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী। সবশেষ গত ৬ জুন জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী চান্দপারায় চা বাগান থেকে ২ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আটক করে বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন (বিজিবি)। ধরা পড়া রোহিঙ্গা সদস্যদের বরাত দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বলছেন, ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সীমান্তে এসে আটক হচ্ছেন রোহিঙ্গারা। মৌলভীবাজারের বিভিন্ন উপজেলায় প্রায়শই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে এমন রোহিঙ্গা শরণার্থী ধরা পড়ছেন। গত ৬ জুন দুই রোহিঙ্গা আটকের আগেও ১৩ মে দুপুরে মৌলভীবাজার দিয়ে ভারতে পালানোর সময় সদর উপজেলার শ্যামেরকোনা বাজারে তিন রোহিঙ্গাকে আটক করে স্থানীয়রা। পরে তাদের তুলে দেওয়া হয় থানা পুলিশের কাছে। এরও আগে ২০২২ সালের ১৭ ডিসেম্বর সকালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থানা পুলিশ এনা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে ১৬ রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করে। একই দিনে ভোর ৬টায় জুড়ী উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের লাটিচিলা এলাকার নালাপুঞ্জ থেকে শরীফ হোসেন নামে এক রোহিঙ্গাকে আটক করে পুলিশ। তার ঠিক তিন দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর ভোরে মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের কয়রুগুল নালাপুঞ্জ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ৯

জনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন স্থানীয়রা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা পুলিশকে জানিয়েছিল, তারা আট জন রোহিঙ্গা ও এক জন বাংলাদেশি নাগরিক। রোহিঙ্গারা ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে মৌলভীবাজার আনেন। সেখানে দালালের পাঠানো গাড়িতে তারা জুড়ীর সীমান্ত এলাকায় পৌঁছায়। সেখানে সুমন নামে এক দালালের বাড়িতে তারা অবস্থান নেয়। রাত সোয়া ৯টায় লঙ্গরখানা এফআইডিডিবি বিদ্যালয় সলগু সীমান্ত দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করে। ভারতীয় সীমান্তে অপেক্ষমাণ অপর দুই দালাল তাদের দিল্লিতে পাঠানোর উদ্দেশ্যে একটি বাসে ওঠায়। গত বছরের ২৫ আগস্ট ভারতে যাওয়ার সময়

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের কুমারশাইল সীমান্ত এলাকা থেকে আটক হন সাত রোহিঙ্গা। তারা দালালের মাধ্যমে ভারতে যাওয়ার জন্য কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং থাংখালী (এফডিএমএন) ক্যাম্প থেকে পালিয়ে বড়লেখায় এসেছিলেন। ১১ জুন মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের কুমারশাইল সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারত প্রবেশের চেষ্টাকালে পুলিশ এক তরুণীসহ ৫ রোহিঙ্গাকে আটক করে। তারা কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে পালিয়েছিলেন। ১২ মে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে

মৌলভীবাজার শহরের ঢাকা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় যোরাকেরা কব্বা অবস্থায় চার নারী, তিন পুরুষ ও ১১ রোহিঙ্গা শিশুসহ মোট ১৮ জনকে আটক করে মৌলভীবাজার মডেল থানা পুলিশ। ২০২১ সালের ১৭ জুলাই মৌলভীবাজার শহরের শ্রীমঙ্গল সড়কের মৌলভীবাজারঢাকা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে শিশু, নারী



ও পুরুষসহ ২১ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আটক করে মৌলভীবাজার মডেল থানা পুলিশ। তারা কুলাউড়া সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে বলে পুলিশকে জানান্য। ওই বছরের ২ জুলাই মৌলভীবাজার শহরের চুব্বা এলাকা থেকে ১৪ রোহিঙ্গাকে আটক করে মৌলভীবাজার মডেল থানা পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছিলেন, কাজের সন্ধানে কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং ও বালুখালী শরণার্থী শিবির থেকে এসেছিলেন তারা। জানতে চাইলে মৌলভীবাজার জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাকারিয়া সাংবাদিকদের বলেন, ‘২০১৭-১৮ সালে যখন বড় ঘটনাটি ঘটে তখন

আপাতত কোনও ট্রেন থামবে না অভিশপ্ত বাহানাগা বাজার স্টেশনে

দূরত্ব বার্তা, কলকাতা, ১০ জুন : করণগুল বিপর্যয়ের জেরে খবরের শিরোনামে এখন একটাই নাম। বালেশ্বর জেলার বাহানাগা বাজার স্টেশন। অভিশপ্ত এই স্টেশনে এবার ট্রেন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। জানা গিয়েছে, বালেশ্বরের রেল দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই যতক্ষণ না পল্লভ সিবিআই পরবর্তী মোটিবি দিচ্ছে, ততক্ষণ এই নির্যস্ত জারি থাকবে। ২ জুন শুক্রবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল শালিমার থেকে মোহিগামী করমন্ডল এক্সপ্রেস, হাওড়াগামী যশোরতপুর হামসফর এক্সপ্রেস এবং একটি মালগাড়ি। ঘটনায় ২৮৮ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন হাজারে বেশি মানুষ। ২ জুন রেল দুর্ঘটনার পর থেকে ৫১ ঘণ্টা পর্যন্ত বাহানাগা বাজারে বন্ধ ছিল ট্রেন চলাচল।

কেন্দ্র সরকারের ‘জল জীবন মিশন’-এর দরাজ প্রশংসা ‘হু’-র রিপোর্টে

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : কেন্দ্র সরকারের ‘জল জীবন মিশন’এর দরাজ প্রশংসা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ‘হু’। আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের ‘জল জীবন মিশনে’র লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য পূরণ হলে প্রাণে বাঁচবেন লক্ষাধিক মানুষ। এমনই রিপোর্ট দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা । ডায়েরিয়ার মতো পানীয় জলের সঙ্গে সম্পর্কিত রোগ থেকে যে প্রাণহানি হতে পারে, তা ঠেকানো সম্ভব বলেই মনে

করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে, এখনও পর্যন্ত ৬২.৮৪ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। জল পেয়েছেন ৮২ কোটি ভারতীয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে জলের অভাব থাকার কারণে সেখানকার মানুষ অসুস্থতায় ভোগেন। তার থেকে রেহাই মিলবে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের গ্রামাঞ্চলে একজন মহিলাকে অন্তত ৪০ মিনিট হেঁটে যেতে হত জল আনার জন্য, বিহারে সেই সময় লাগত অন্তত ৩৩ মিনিট আর মহারাষ্ট্রে লাগত ২৪ মিনিট। তারপরও অপেক্ষা করতে হয় তাদের। এই পরিস্থিতি বদলানোর জন্যই ২০১৯ সালে ‘জল জীবন মিশন’এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিটি বাড়ির একেবারে দরজায় যাতে জল পৌঁছনো যায়, সেটাই ছিল মোদী সরকারের লক্ষ্য। ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা’র একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ২০১৮ সালে ভারতের প্রায় ৩৬ শতাংশ মানুষ জলের অভাবে তৃগতেন। গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৪৪ শতাংশ এলাকাতেই ছিল না পর্যাপ্ত জল। শুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে ও পরিচ্ছন্নতার অভাবে প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি হয়। ২০১৯ থেকে ট্যাপের জল সহজলভ্য হয়েছে একাধিক প্রত্যন্ত এলাকায়। কত মানুষের কাছে পানীয় জল পৌঁছয়, সেই বিষয়ে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তা ১৬.৬৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬২.৮৪ শতাংশ। মাত্র ৪১ মাসে এইভাবে ‘জল জীবন মিশন’এর বিস্তার হয়েছে বলে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের এক অধিকারিকা। হু রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে ভারতীয় মহিলারা গড়ে প্রায় ৪৫.৫ মিনিট জল আনার কাজে ব্যয় করতেন। ক্রমে সেই অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিহারে গুলিবদ্ধ ঠিকাদার, ভর্তি হল হাসপাতালে

নওয়াদা, ১০ জুন : প্রকাশ্য দিবালোকে গুলিবদ্ধ ঠিকাদার। আহত ঠিকাদার মোহন প্রসাদ যাদব ভোভরা গ্রামের বাসিন্দা। তার পায়ে গুলি লেগেছে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাওয়াপুরী মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। আহত মোহন প্রসাদ যাদব জানান, তিনি মির্জাপুর থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন । খুড়ি নদীর ব্রিজের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দুশুত্রীরা সরাসরি গুলি চালায়। তার পায়ে গুলি লাগে। গুলির শব্দে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। এরপর স্থানীয়রা বুন্দেলখণ্ড পুলিশ স্টেশনে বিষয়টি জানান। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ঠিকাদারকে উদ্ধার করে পুলিশ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতাল নওয়াদা পাঠায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসক তাকে পাওয়াপুরী মেডিকেল হাসপাতালে রেফার করেন। আপাতত সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ত্রিপুরায় পাঁচ বাংলাদেশী ধৃত

ধর্মনগর(ত্রিপুরা), ১০ জুন : অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে পাঁচজন বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করেছে ধর্মনগর আরপিএফ। এরপর তাদের ধর্মনগর পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে আরপিএফ। পুলিশি জেরায় তারা বাংলাদেশী



নাগরিক বলে স্বীকার করেছে, জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক। ওই পুলিশ আধিকারিকের কথায়, গোপন সংবাদেের ভিত্তিতে ধর্মনগর আরপিএফের কাছে খবর আসে আগরতলাবেঙ্গালুরু গান্ধী হামসফর এক্সপ্রেসে পাঁচজন বাংলাদেশী নাগরিক রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে সকাল আটটা নাগাদ ওই ট্রেন থেকে রেল পুলিশ সদস্যহুডাজন পাঁচজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে ধর্মনগর থানার হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশি জেরায় তাঁরা অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে দুজন মহিলা এবং তিনজন পুরুষ রয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন বাংলাদেশের পশুরগুনিয়ার বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম বঘস(৪০), মোহাম্মদ রফিক(২৭), শাহাব আলী শেখ(৬১) এবং পুখখালির বাসিন্দা মমতাজা আক্তার (১৮) ও রোহিঙ্গা বৈয়ম (৩৫)। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, দালালের মাধ্যমে তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। প্রত্যেকে বাংলাদেশী টাকায় কুড়ি হাজার টাকা করে দালালকে দিয়েছেন। ওই দালাল তাদেরকে রাতের আধারে বাংলাদেশের আমতলী দিখে বট্টা তাদের বোতা পার করিয়ে দিয়েছেন। ওই সময় তাঁরা সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে দেখতে পাননি এবং সেখান থেকে আগরতলা রেল স্টেশনে এসেছেন। সাথে আরও জানা গেছে, এই পাঁচজনের মধ্যে মোহাম্মদ রফিক বিগত কয়েক বছর ধরে বেঙ্গালুরুতে কাজ করেন। তিনি ইতিপূর্বে বেশ কয়েক জন বাংলাদেশী নাগরিককে কাজের উদ্দেশ্যে বেঙ্গালুরু নিয়ে গেছেন। কাজের উদ্দেশ্যেই ওই চারজনকে নিয়ে রওন্যা দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে এবার কেএনএফের বিরুদ্ধে ৪ শ্রমিককে অপহরণের অভিযোগ

ঢাকা, ১০ জুন : বাংলাদেশের পাহাড়ী জনপথ বান্দরবানের রুমা উপজেলায় চার নির্মাণ শ্রমিককে সশস্ত্র সংঠন কুকিচান ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সদস্যরা অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার ভোরে রুমার বগালেক এলাকায় এ ঘটনা ঘটেলেও শনিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হৈয়দ মাহবুবুল হক। এর আগে গত ১৭ মার্চ সেনা প্রকৌশল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনকে অপহরণ করে নিয়ে যায় কেএনএফ। ১৫ দিন পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। অপহৃত শ্রমিকরা হলেন ইদ্রিস, আওয়াল, জসিম ও রিপন বড়ুয়া। তারা বগালেক এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয়দের দাবি, শুক্রবার ভোরে বগালেক এলাকা থেকে অরণের মুখে জিম্মি করে চার শ্রমিককে অপহরণ করে নিয়ে যায় কেএনএফের সন্ত্রাসীরা। বিকালে জসিম ও রিপনকে ছেড়ে দিয়েছে। তবে বাকি দুই জনকে এখনও ছাড়েনি তারা। বিষয়টি নিশ্চিত করে রুমা থানার ওপি আলমগীর হোসেন বলেন, ‘দুই নির্মাণশ্রমিককে অপহরণের খবর শুনেছি, তবে এখনও থানায় কোনও অভিযোগ আসেনি। এরপরও বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি আমরা।

গিরিয়া সেতু নির্মাণের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীরা



দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ জুন : গিরিয়া সেতু নির্মাণের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীরা। শনিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার পুটিমারি এলাকায় আলিপুরদুয়ার

থেকে ফলাকাটা গামী প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হল বাসিন্দারা । এলাকার বাসিন্দারা জানান পুটিমাড়ি মোড় থেকে কোচবিহার জেলার যোকসাদাঙ্গা যাওয়ার পথে গিরিয়া নদীর সেতুর অবস্থা খারাপ বহুবার বহু নেতা মন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হয়েছে সেতু নির্মাণের জন্য কিন্তু হয়নি। এদিন পুটিমাড়ি মোড় এলাকায় পথ অবরোধের ফলে সড়কে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায় । সমস্যা়য় পড়ে নিত্যযাত্রীরা।

কাউন্টার বন্ধ, ব্লক আধিকারিকের সঙ্গে তর্কে ছাতনার বিজেপি বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, বাকুড়া, ১০ জুন : মনোনয়ন জমা দেওয়াকে ঘিরে শনিবার রুকের এক আধিকারিকের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন বাকুড়ার ছাতনার বিজেপি বিধায়ক সতনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। বিধায়কের অভিযোগ, ছাতনা ব্লক অফিসে মনোনয়ন করতে এসে সময় পেরিয়ে গেলেও ডিসিআর কাউন্টার খোলা ছিল না। ১১ টায় ডিসিআর কাউন্টার খোলার সময় থাকলেও তা সময়ে খোলা হয়নি বলে অভিযোগ তোলেন বিজেপি বিধায়ক। এর পরেই তিনি ডিসিআর কেন খোলা হয়নি তা নিয়ে এক আধিকারিকের সাথে বাগবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। যেখানে দেখা যাচ্ছে এক আধিকারিকের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কের বাগযুদ্ধ। বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, বিরোধীদের বিভিন্ন ভাবে মনোনয়ন করতে বাধা দিচ্ছে প্রশাসন ও তৃণমূল। বিরোধীদের যাতে ডিসিআর না দেওয়া যায় তার জন্যই এরকম ভাবে ব্লক প্রশাসন চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন বিধায়ক। বিজেপি বিধায়কের অভিযোগকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের দাবি প্রার্থী খুঁজে না পেয়ে এমন অভিযোগ তুলে নাটক করছেন বিজেপি বিধায়ক।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১০ জুন : কংগ্রেসের পর এবার মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের লাভপুরে। জনা গেছে, শনিবার লাভপুর রুকের গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সমিতির মেটা ৭০ জন বিজেপি কর্মী মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছিলেন রুকে। তার আগে তারা এক দলীয় কর্মীর বাড়িতে বসে মনোনয়ন পূরণ করেন। লাভপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে রুকের দিকে যাচ্ছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ব্লক অফিস ঢোকার আগে পেট্রোল পাম্পার কাছে প্রায় ৬০ টি মোটার বাইকে ৬০ জন দুষ্কৃতি হাতে মোটা লাঠি নিয়ে মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। পুলিশের উপস্থিতিতেই মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের মারে লাভপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাত এবং জমিনা পঞ্চায়েতের মহাদেব মণ্ডলের পা ভেঙে যায়। বিজেপি নেতা বিশ্বজিত মণ্ডল বলেন, আমরা কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছিলাম। রুকের কাছেই আমাদের ঘিরে ফেলে দুষ্কৃতিরা। মোটর বাইকে আসা দুষ্কৃতিদের হাতে ছিল লোহার রড, লাঠি। তারা রাস্তায় ফেলে মারধর করে। বিধায়ক অভিচিত সিংহ এবং তৃণমূল নেতা মারান হোসেনের নেতৃত্বে তাণ্ডব চালানো হয়েছে। আহতদের বোলপুর স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুষ্কৃতি তাণ্ডবের ফলে এদিন লাভপুর রুকে একটিও মনোনয়ন জমা হয়নি। দিলে নলহাটি ১ এবং মধুরেশ্বর ১ নম্বর রুকে বিজেপি প্রার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। নলহাটিতে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় কর্মীদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক সভাপতি ধ্রুব সাহা।

ধর্মণ, ১০ বছর সাজা প্রাপ্ত গৃহশিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০ জুন : ছাত্রীকে টিউশন পড়াতেন গৃহশিক্ষক। শুরু প্রেমের সম্পর্ক। তারপর ধর্মপুস্তক ছুঁয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ওই গৃহশিক্ষক। কিন্তু ছাত্রী সন্তান প্রসবা হলে বিয়ে করতে অস্বীকার করে ওই গৃহশিক্ষক। নাম মহম্মদ আলী। বাড়ি মুরারই । সরকারি আইনজীবী উৎফল মুখোপাধ্যায় জানান, ১১ সালে ৯ মার্চ গৃহশিক্ষক মহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং ৪১৭ ধারায় মামলা রুজু হয়। মসজিদে গিয়ে ধর্মপুস্তক ছুঁয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেন গৃহশিক্ষক মহম্মদ আলী। তারপর সন্তান সন্তবা হলে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন ওই গৃহশিক্ষক। তারপর মামলা দায়ের হয় এগারো সালের ৯ মার্চ। দীর্ঘদিন আসামী জেল হেফাজতে ছিলেন। ওই নিগূহীতা ছাত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। তার বর্তমান বয়স এগারো। পুলিশ মা, বাবা ও মেয়ের ডিএনএ টেস্ট করে। তাতে প্রমাণিত হয় যে মহম্মদ আলী নিগূহীতার বৈধ পিতা। রামপুরহাট এডিজে কোচবিহার বিশ্বাস ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় দশ বছর শ্রমশ কারাবাস, দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর হাজত বাস, ৪১৭ ধারায় এক বছর কারাবাস, এক হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিনমাস হাজতবাস।

দিনহাটা ২ ব্লকে প্রার্থী দিল বিরোধীরা



শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১০ জুন : ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্মত প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা শুরু হয়েছে প্রার্থী নিয়ে। কোচবিহার ও তার ব্যতিক্রম নয়। শনিবার কোচবিহার জেলার দিনহাটা বিধানসভার ২ নম্বর ব্লকে সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিসে নমিনেশন জমা করলো বিরোধীরা। গ্রাম পঞ্চায়েত ১৬৫ এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ২৫ টি আসনে প্রার্থী দিতেছে বিজেপি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দিনহাটা ২ এ বিরোধী শূন্য ছিল। তবে এবার সমানে সমানে লড়াইয়ে প্রস্তুত বিরোধীরাও। শনিবার কোচবিহারের সাংসদ তথা দেশের স্বরাষ্ট্র, প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের নেতৃত্বে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি ও

তৃণমূলের বিরোধিতা! বৈঠকে বসল আদিবাসী কুড়মি সমাজ

দুরন্ত বার্তা, জঙ্গলমহল, ১০ জুন : তপসিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন নেমেছে জঙ্গলমহলের কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাদের দাবি, রাজ্য সরকার তাদের ওই দাবির সমর্থনে কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করুক। এই নিয়ে তাঁরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় থামিয়েও তাঁর হাতে তাদের দাবিপত্র তুলে দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁরা ঘোষণা করে দিয়েছেন, কুড়মি সম্প্রদায়ের কারও বাড়ির দেওয়ালে কোনও রাজনৈতিক দলকে ভোটের প্রচার করতে দেওয়া হবে না। একই সঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা অংশ নেবেন কিনা তা নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্যে চল এসেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ নেবে না, কোনও রাজনৈতিক মিটিংয়েও তারা নেই। তাহলে তাদের অবস্থান কী হবে? আদিবাসী কুড়মি সমাজের মুখ্য উপদেষ্টা অজিত মাহাতো আজ বলেন, বাকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পুর্নাম মেদিনীপুর জেলার ব্লকস্তরের নেতারা বৈঠক বসছেন বাদ্যোনো। আজ পাঁচটা থেকে ওই বৈঠক চলবে টানা ২৪ ঘণ্টা। নির্বাচন সম্পর্কে ওই বৈঠকে

পৃথানুপুথি আলোচনা হবে। আমরা আগেই বলেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করে ততক্ষণ আমরা তৃণমূলকে সমর্থন করছি না। অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও আমাদের দেওয়ালে লিখতে দেব না। আজকের মিটিংয়ের পরই আমরা ঘোষণা করব পঞ্চায়েত নির্বাচনে আদিবাসী কুড়মি সমাজের ভূমিকা কী হবে। অজিত মাহাতো বলেন, ভোটে আমরা আদিবাসী কুড়মি সমাজ লড়াই করছি। তবে কোনও পাটির প্রতীক ব্যবহার করা যাবে না। এই নিয়ে আজ সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। অন্যদিকে, ঘাঘর গ্যাং কুড়মি সামাজের উপরে হাকির প্রতিবাদ চরবা। গুদরেকেরও আমরা অনুরোধ করব, আমরা যেভাবে লড়াই করছি সেভাবেই করে। একদিকে ঝাড়গ্রামে ঘাঘর ঘেরা কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেছে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা প্রার্থী দেবে। অন্যদিকে আদিবাসী কুড়মি সমাজ নির্বাচনে সরাসরি অংশ নেবে না বলে ঘোষণা করেছে। ফলে নির্বাচনের আগেই কু ডমি সম্প্রদায়ের দুই সংগঠনের মধ্যে



করেছেন আদিবাসীরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কোকণ্ডেনে থানা এলাকার শ্যামপুর মোড়ের কাছেও ৯ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ আদিবাসীদের। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের বিভিন্ন জয়গায় অবরোধ করেছে আদিবাসীরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানা এলাকার পানাগড়-মোড়গ্রাম ৯ নম্বর রাজ্য সড়কে এগারো মাইলেও অবরোধ আদিবাসীদের। ফলে চারদিক থেকে অবরোধে সবমিলিয়ে চূড়ান্ত দুর্ভোগে যাত্রীরা। বনধে কাটোয়া শহরের ভিতরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও, বন্ধ

ছিল বাস পরিসেবা। কাটোয়ার জাজিগ্রাম মোড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা রাস্তা অবরোধ করেন। কাটোয়া-বর্ধমান, কাটোয়া-বোলপুর, কাটোয়া-সিউডি সহ বিভিন্ন রুটে প্রত্যেক দিন প্রায় ১৪৪ টির বেশি বাস যাতায়াত করে। সকাল থেকে দু-একটি বাস কাটোয়ায় চুকলেও, কাটোয়া থেকে কোনও বাস কোনও রুটে চলাচল করেনি বলেই জানা যাচ্ছে। প্রায় সব বাসই কাটোয়া বাসস্টান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে কাজের জন্য বাইরে বেরিয়ে, বাস না পেয়ে ভোগান্তির শিকার নিত্যযাত্রীরা।

উদ্ধার হল ২৮ কেজি গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১০ জুন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে বড়োসড়ো সাফল্য পেলাে পুলিশ, শনিবার বিকেলে ১৬নং জাতীয় সড়কে পাঁচলার কাছে একটি ছোট চারচাকা গাড়ি থেকে উদ্ধার হল ২৮ কেজি গাঁজা, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আদর্শ আচরন বিধি লাগু হবার পর বড়ও সাফল্য পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের বিশেষ অপারেশন গ্রুপ ও পাঁচলা থানার পুলিশ ১৬ নং জাতীয় সড়কে গাড়ি থেকে উদ্ধার বিশাল পরিমাণ গাঁজা, পুলিশ গাড়ির চালক সহ ২জনকে আটক করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে।

Name Change

I, HARSH GUPTA (old name) S/O S C GUPTA (Old Name) Resident of 1ST FLOOR 6 DOVER ROAD, PO-EKTP, PS- ANNADAPUR, BALLYGUNGE KOLKATA 700019 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) HURSH S GUPTA S/o SUBHASH CHANDRA GUPTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/06/2023. HARSH GUPTA S/O S C GUPTA and HURSH S GUPTA S/o SUBHASH CHANDRA GUPTA both are same and one identical person.

Name Change

I, SOURIN CHAKRABORTY (old name) S/O LAL MADHAB CHAKRABORTY Resident of 161/2, Netaji Subhas Road, Howrah- 711101 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SOURINDRA MOHAN CHAKRABORTY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/06/2023. SOURIN CHAKRABORTY and SOURINDRA MOHAN CHAKRABORTY both are same and one identical person.

Name Change

I, PALLAB BANDOPADHYAY (old name) S/O LATE UPENDRA CHANDRA BANERJEE Resident of 74/8, Mottlaj GuptaRoad, PO-Barisha, PS- Haridevpur, Kolkata-700008 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PALLAB BANERJEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/06/2023. PALLAB BANDOPADHYAY and PALLAB BANERJEE both are same and one identical person.

রাত ১০টা পর্যন্ত বিমান চলাচল করবে বাগডোগরা বিমানবন্দরে

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ১০ জুন : বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে এবারে রাত ১০টা পর্যন্ত বিমান চলাচল করবে। এই সুবাদে এই বিমানবন্দরে যাত্রীদের সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করছে। এতদিন এখানে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিমান চলাচল করত। বিমান চলাচলের সময়সীমা বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তকে পর্যটন সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল স্বাগত জানিয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দরের সিনিয়ার ম্যানেজার সুভাষচন্দ্র বসাক বলেন, ‘রানওয়ের মেরামতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ইনফ্রুমেন্টাল ল্যান্ডিং সিস্টেমের (আইএলএস) একটা অংশ চালু করা হয়েছে। আরেকটি অংশে কিছুটা সমস্যা থাকলেও তা দ্রুতই ঠিক হয়ে যাবে।’ যাত্রীসংখ্যা বাড়ছে। দিনে এই বিমানবন্দর থেকে ২৭ জেতা বিমান চলাচল করে। এই সুবাদেই এখানে বিমান চলাচলের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়।

APPOINTMENT OF TEACHERS FOR PRE-SCHOOL
1. Bengal Tiger Army Pre-School, Kankinara requires Eight Teachers for Pre- School on contractual basis for a period of Eleven months for Academic year 2023-24.
2. Qualification.
(a) Must have at least qualified Grade XII through any recognized Board CBSE/ICSE/NIOS etc., with minimum 50% marks. Should have done Nursery Teacher Training course or a Two year diploma in Elementary Education from an institution recognized and approved by the State Education Department. Graduation in any field in desirable.
(b) Fluent in English, Hindi and local language.
(c) Age - As on 01 Apr of the year of appointment, the age of the candidate should not be less than 25 years and more than 40 years if not holding any experience. Candidates with at least 5 years teaching experience in the last ten years in Pre-primary classes can be enrolled up to the age of 55 Years.
3. Interested candidates are requested to forward application alongwith Bio-data /CV on a plain paper at the following address in a sealed envelope by 22 Jun 2023.
(a) Honorarium : Rs 18,000/- to 19,000/-per month.
(b) Working hours : 0800hours to 1300hours (Monday to Friday) or as decided by School Administration and Management Committee.
Secretary Bengal Tiger Army Pre Primary School Kankinara, C/o 507 Army Base Workshop, Kankinara Tele No- OIC School -7889712922 Offg Principal - 7003497984
APPOINTMENT OF ACTIVITY TEACHER FOR PRE-SCHOOL
1. Bengal Tiger Army Pre-School, Kankinara requires One Activity Teacher for Pre-School on contractual basis for a period of Eleven months for Academic year 2023-24.
2. Qualification
(a) Experience in the field of Art Craft/Music/Dance.
(b) Good Communication skill in English is mandatory.
(c) Age- As on 01 Apr of the year of appointment, the age of the candidate should not be less than 25 years and more than 40 years if not holding any experience. Candidates with at least 5 years teaching experience in the last ten years in Pre-primary classes can be enrolled up to the age of 55 Years.
3. Interested candidates are requested to forward application alongwith Bio-data/CV on a plain paper at the following address in a sealed envelope by 22 Jun 2023.
(a) Honorarium : Rs 18,000/- to 19,000/-per month.
(b) Working hours : 0800hours to 1300hours (Monday to Friday) or as decided by School Administration and Management Committee.
Secretary Bengal Tiger Army Pre Primary School Kankinara, C/o 507 Army Base Workshop, Kankinara Tele No- OIC School -7889712922 Offg Principal - 7003497984

APPOINTMENT OF CLERKS
1. Bengal Tiger Army Pre School, Kankinara requires Three Clerks on Contractual basis for a period of Eleven months for Academic year 2023-24.
2. Qualification
(a) Preferably an Ex. Serviceman of clerk category up to the age of 55 years.
(b) 5-10 years experience in office management, account handling as Clerk with high proficiency in staff duties and drafting experience.
(c) Computer Savvy - M S Office. Etc.
(d) Education Qualification - Minimum Graduate in case of civilian.
(e) Should not have any disciplinary case against him in the entire service.
3. Interested candidates are requested to forward application alongwith Bio-data/CV on a plain paper at the following address in a sealed envelope by 22 Jun 2023.
(a) Honorarium : Rs 16,000/- to 18,000/-per month.
(b) Working hours : 0800hours to 1300hours (Monday to Friday) or as decided by School Administration and Management Committee.
Secretary Bengal Tiger Army Pre Primary School Kankinara, C/o 507 Army Base Workshop, Kankinara Tele No- OIC School - 7889712922 Offg Principal - 7003497984
APPOINTMENT OF AAYAS
1. Bengal Tiger Army Pre-School, Kankinara requires Eight Aayas on contractual basis for a period of 11 months for Academic year 2023-24.
2. Candidates should be at least 8th class pass, able to carry out the following:-
(a) Assist Pre-School children in using toilets, perform peon duties as and when complex.
(b) Maintaining and cleanliness of Class rooms, Staff rooms, Tea room, School complex.
(c) Preparation and serving of tea and refreshments as required etc.
(d) Any other duty assigned by the School Administration and Management Committee.
3. Widows of ESM will be given preference.
4. Minimum age is 35 years as on 01 Jun 2023. Interested candidates are requested to forward application along with Bio-data/CV on a plain paper at the following address in a sealed envelope by 22 Jun 2023.
(a) Honorarium : Rs 10,500/- per month.
(b) Working hours : 0800hours to 1300hours (Monday to Friday) or as decided by School Administration and Management Committee.
Secretary Bengal Tiger Army Pre Primary School Kankinara, C/o 507 Army Base Workshop, Kankinara Tele No- OIC School - 7889712922 Offg Principal - 7003497984

প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন জেলা কালিম্পংয়ে, স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা শূন্য

দুরন্ত বার্তা, কালিম্পং, ১০ জুন : জেলা ঘোষণা হওয়ার প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ নিতে চলেছে কালিম্পং। যদিওবা আগে জিটিএ নির্বাচন বা বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এই নতুন জেলা। তবে দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর ত্রিভুতীয় পঞ্চবাধান সহ পেডে, লাভা, জেলাশিমং-১, ৪ ব্লক স্তরের আধিকারিকরা পঞ্চায়েতে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। সমস্ত কাজটাই ব্লক স্তর থেকে সংগঠিত হবে। বিগত দুটি নির্বাচনে কালিম্পংয়ের বেশ কিছু এলাকা দুর্গম থাকলেও এবার তা নেই। কাজেই কাজের অনেক সুবিধে হয়েছে। অন্যদিকে সব মিলিয়ে ৪২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৬৩ টি বুথ রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি বুথও স্পর্শকাতর বা অতি স্পর্শকাতর নয়। উল্লেখ্য বিগত নির্বাচনগুলোতে কালিম্পংয়ে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিংসার ছবি উঠে এসেছিল। গাড়ি ভাঙুর থেকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ঘিরে ফেলার মতন ঘটনাও ঘটেছে এটাই জেলাতে। এবার পঞ্চায়েত ভোটে কী হয় সেটিই দেখার।

নদীয়ায় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য সহ শতাধিক পরিবার যোগ দিল বিজেপিতে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১০ জুন : সম্প্রতি রাজ্য জুড়ে চলছিল বিভিন্ন নিয়োগ সহ দুর্নীতির খবর নিয়ে সরগমা। এমনতাবস্থায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হাতে পেয়েই রাজীব সিনহা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে। যার ফলে সব ছেড়ে এখন শাসক বিরোধী সবাই নির্বাচন প্রক্রিয়া, মনোনয়ন দাখিল, ও প্রচারণার রণকৌশল নিয়ে ব্যস্ত। নদীয়াও তার ব্যতিক্রম নয়, উল্লেখ থাকে নদীয়ায় সফরে যেদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিল সেদিনই ঘোষণা হয়েছিল নির্বাচনের তারিখ, ফলত তৃণমূল শিবিরে একটা ব্যাতিত উদ্দান্দা লক্ষ্য করা গেছে। নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় শাসক বিরোধী সকলেই কমবেশি মনোনয়ন জমাও করতে শুরু করেছে। এমনতাবস্থায় তৃণমূলে বড়সড় ভাঙ্গন ধরালো বিজেপি।



সিপিএমে যোগ দিয়েছে। ফলত রাজ্য জুড়ে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা - মন্ত্রীদের নাম উঠে এসেছে তার ওপর প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দল, তার ফলেই কি শাসক শিবিরের ভরসা হারাছে কর্মী ও সাধারণ মানুষ? এটাই প্রশ্ন। এদিন দলত্যাগী ও যোগদানকারীরাও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি সহ ঐ এলাকায় কোনরকম উন্নয়ন হয়নি বলেও অভিযোগ তোলো পাশাপাশি তাদের আরও অভিযোগ এলাকা জুড়ে আশাশ যোজনার ঘর সহ একশো দিনের কাজে হয়েছে স্বজন পোষ, প্রকৃত প্রয়োজন ও যোগার সরকারি কোন সুযোগ সুবিধাই তেমন পায়নি।

Name Change

I, SHARBANI SEN MAJUMDER, D/O, S SEN MAJUMDER, R/O F-404 BINAYAK ENCLAVE 59 KALICCHARAN GHOSH ROAD, N24 PGS.KOL-700050 IS WRONGLY RECORDED IN MY D.L-WB2320070126486, SHALL HENSEFORTH BE KNOWN AS SHARBANI SENGUPTA AND MY FATHER'S NAME WILL BE SATYAM SENGUPTA. SHARBANI SEN MAJUMDER AND SHARBANI SENGUPTA IS THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON. ALSO MY FATHER S SEN MAJUMDER AND SATYAKAM SENGUPTA IS THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AFFIDAVIT NO.9370 DT. 08 TH JUNE. 2023 BY JUDICIAL MAGISTRATE 1 ST CLASS, ALIPORE.
Name Change

I, MD NAIM ANSARI (old name) S/O MD Suleman Resident of 10, Cowas Ghat Road, Shibpur, Haora (M.Corp), Howrah- 711102 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD NAIM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/06/2023. MD NAIM ANSARI and MD NAIM both are same and one identical person.
Name Change

I, ASHA DATTA (old name) D/O KARTIK CHANDRA DE Resident of 2 ND -FR, FL-2-B, 230 MADURDAHA, E.K.T, KOLKATA- 700107 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHA RANI DATTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/06/2023. ASHA DATTA and ASHA RANI DATTA both are same and one identical person.
Name Change

I, RINCHEN SHERPA (old name) W/O WANGDA DORJEE LAMA Resident of SALUGARA BAZAR BHAKTINAGAR JALPAIGURI 734008 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RINCHEN LAMA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/06/2023. RINCHEN SHERPA and RINCHEN LAMA both are same and one identical person.

নাগাদ দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিমেষ প্রমাণিকের নেতৃত্বে অন্যান্য বিজেপি বিধায়ক ও নেতৃবৃন্দের নিয়ে মিছিল করে প্রার্থীদের নিয়ে বিডিও অফিসে উপস্থিত হন বিজেপি। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিত প্রামাণিক বলেন -

বৃথ স্তরের কর্মীদের পাশে সব সময় রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আগামী দিনেও থাকবে। আমি মন্ত্রী হয়েছি সাধারণ মানুষের ভোটে এবং বিজেপি কর্মী সমর্থকদের অঙ্কান্ত পরিশ্রমে। তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেসের মত পরিবার তন্ত্র দল নয় বিজেপি। সাধারণ কর্মী সমর্থকদের পাশে থেকে তাদের মনোবল বাড়িয়ে আগামী দিনে মানুষের ভোটে জয়লাভ করার লক্ষ্যেই আমি ও বিজেপির অন্যান্য নেতৃ বৃরা সাধারণ কর্মীদের পাশে রয়েছি। তিনি আরো বলেন - আশঙ্কা করছিলাম পুলিশ ও তৃণমূল গুণ্ডাবাহিনীর যৌথ প্রয়াসে হালাল হতেই পারত। সূঠ ভাবে নির্বাচন হলে প্রতিটি জয়গায় ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করবে। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের কোনো নেতৃত্বের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঘোষণা হওয়ার দ্বিতীয় দিনে নির্বাচনের আগেই বেশ কিছুটা এগিয়ে বিবোধীরা এমন তাই মত রাজনৈতিক মহলের।

নস্কাকে তুলে দলবদলের বাজারে চমক দিল ইস্টবেঙ্গল

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুনঃ আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে কোনও মরসুমেই ছাপ রাখতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। লিগ টেবিলের তলানিতে থেকে মরসুম শেষ করে মোহনবাগানের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। টানা বার্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য ভালো টিম গড়ার পথে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন কর্তারা। সেই দক্ষেই ওড়িশা এফসি থেকে নস্কাকুমার সাকেরকে তুলে নিল লাল-হলুদ। ৬ বছরের চুক্তিতে সই করলেন তিনি। ২৭ বছরের উইস্টার নস্কাকুমার টিমের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় লাল-হলুদের গভীরতা যে অনেকখানি বাড়বে, সন্দেহ নেই। গত মরসুমে ওড়িশার হয়ে দূরন্ত পারফর্ম করেছিলেন তিনি। জাতীয় টিমের ফুটবলার ক্লাবকে সাফল্য দিতে

সেরাটা দিয়েছিলেন। নস্কাকুমারকে পেতে ঝাঁপিয়ে ছিল আইএসএলের অন্য টিমগুলোও। কিন্তু সবাইকে পিছনে ফেলে ইস্টবেঙ্গলকেই বেছে নিলেন নস্কাকুমার। শুধু কোচ স্প্যানিশ কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাতেকে সই করানোই নয়, ভালো টিম গড়ার দিকেও ফোকাস করেছেন কর্তারা। মোহনবাগান গত কয়েক মরসুমে যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছে। তার অন্যতম কারণই হল, একই টিম ধরে রাখা। যে কারণে নস্কাকুমারের মতো ফুটবলারের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করা হচ্ছে। কুয়াদ্রাত বলেছেন, “নস্কাকে টিমে নিতে পেরে ভালো লাগছে। গত

মরসুমটা অসাধারণ পারফর্ম করেছে। ও এমন ফুটবলার, যে রোজ একটু একটু করে উন্নতি করছে। কেরিয়ারের সেরা ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এখন। আইএসএল আর সুপার কাপে নিজেকে মেলে ধরেছিল। ওর উপস্থিতি আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াবে।” ইমামি গ্রুপের তরফে দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, “ইস্টবেঙ্গল পরিবারে নস্কাকে স্বাগত। গত মরসুমে ও দূরন্ত পারফর্ম করেছিল। যে কারণে ওকে নেওয়ার ব্যাপারে আমরা আগ্রহী হয়েছিলাম। আমরা আশাবাদী, কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে ইস্টবেঙ্গলে ও সেরাটিই দেবে।” গত মরসুমে ওড়িশা এফসির



হয়ে প্রায় সব ম্যাটেই খেলতে দেখা গিয়েছিল নস্কাকে। মরসুমে বেশ কিছু গোলের পিছনে ছিল তার পা। করেছিলেন মোট ১১টা গোল। নস্কা বলেছেন, “দেশের যে কোনও ফুটবলারের ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে খেলার স্বপ্ন থাকে। আমার সেই স্বপ্ন সত্যি হল। আমি কেরিয়ারের এমন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যেখানে নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার এটিই সেরা সময়। যাতে নিজের খেলাকে আরও ধারালো করতে পারি। মজার কথা হল, ২০০১৭ সালে চেরািহয়ে খেলার সময় ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেই পেশাদার ফুটবলে প্রথম গোল করেছিলাম। ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহাসিক ক্লাবে খেলার সুযোগ পাচ্ছি, এটা একটা বড় ব্যাপার। লাল-হলুদ জার্সি পরার জন্য মুখিয়ে আছি।”

টেস্টে সেরার মুকুট পরতে ওভালে ভারতের দরকার ৪৪৪ রান



লন্ডন, ১০ জুনঃ সরাসরি লড়াইয়ের পথে গেল অস্ট্রেলিয়া। তারা ওভালে দ্বিতীয় ইনিংসে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে ২৭০/৮। যার ফলে ভারতকে টেস্ট বিশ্বকাপের খেতাব জিততে করতে হবে ৪৪৪ রান। একটু খের ও উইকেটে টিকে থাকার মানসিকতা দেখাতে পারলে ভারতের কাছে জয় অসম্ভব কিছু নয়। টেস্ট ক্রিকেটে ৪১৮ রানের বেশি রান তাতা করে কেউ জেতেনি। ওটিই সর্বোচ্চ রান চেজ ছিল।

ভারতীয় দল রবিবার জিলে এটা ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ব্যাটिंग অর্ডারের শেষদিকে অ্যালেক্স ক্যারে (৬৬) ও মিচেল স্টার্কের মতো টেলএণ্ডাররা যা খেলেছেন, সেই কারণেই ভারতের লড়াই কঠিন হল বলা চলে। স্টার্ক করেছেন ৪১ রান। অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বুঝিয়ে দিলেন তারা ম্যাচে অলআউট যেতে চান। ভারতীয় দলের দুই ওপেনারও শুরুটা ভাল করে দিয়েছেন। রোহিত শর্মা ও শুভমান

গিল জুটিতে লড়ছেন। ভারতের হয়ে এই ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল বোলিং করেছেন রবীন্দ্র জাদেজা, তিনি তিন উইকেট নেন ৫৮ রানে। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন শামি ও উমেশ। একটি উইকেট পান সিরাজ। টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতীয় দল কোণঠাসা হলেও একটি নজির গড়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন ক্রিকেটার বিষ্ণু সিংহ বেদীর একটি নজির টপকে গেলেন বাহাতি অলরাউটার। ১৯৭৯ সালে ভারতের হয়ে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন বেদী। সেই অর্থে ৪৩ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙলেন জাদেজা। বেদীকে টপকে জাদেজা এখন টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের সফলতম বাহাতি স্পিনার। শুক্রবার প্রথম ইনিংসে দুই শতরানকারী অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ এবং ট্র্যাভিস হেডকে আউট করেছেন জাদেজা। এই দুই উইকেট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটে জাদেজার উইকেট সংখ্যা হয়েছে ২৬৭টি। এর আগের রেকর্ডটি ছিল বেদীর দখলে। তিনি ৬৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলে নিয়েছিলেন ২৬৬টি উইকেট।

আন্দের এরেরা বললেন

‘পিএসজিতে মেসি কারও সঙ্গে খারাপ আচরণ করেনি’

বুয়েনস আইরেস, ১০ জুনঃ পিএসজিতে দুই বছর ভালো কার্টেনি লিওনেল মেসির। নিজের খারাপ থাকার কথাটা মেসি নিজেই বলেছেন। মাঠের পারফরম্যান্স ও পরিসংখ্যানও বলেছে, প্যারিসে সেরা ছন্দে ছিলেন না মেসি। তবে পিএসজিতে সময়টা ভালো না কাটলেও সতীর্থদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ঠিকই আদায় করে নিয়েছেন মেসি। পিএসজিতে মেসির সঙ্গে প্রথম মরসুমে খেলেছিলেন আন্দের এরেরা। সে সময় মেসিকে কাছ থেকেই দেখেছিলেন এই স্প্যানিশ তারকা। সম্প্রতি আর্জেন্টিনা সফরে গিয়ে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টিওএসিসি স্পোর্টসের সঙ্গে মেসিকে নিয়ে কথা বলেছেন এরেরা। বলেছেন, “শুধু খেলোয়াড় হিসেবেই নন, মানুষ হিসেবেও মেসি অসাধারণ।

তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ হয়েছিল আমরা। দি মারিয়া, লিও পারেন্দে, তাদের পরিবারসহ একসঙ্গে খেতেও গিয়েছিলাম। দেখছি, তাদের সন্তানরা এবং পরিবার অন্যের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল। এটা আপনাকে এই অনুভূতি দেয় যে তারাও সাধারণ মানুষ। অথচ সাত ব্যালন ডি’অরসহ মেসি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়।” পিএসজিতে মেসির প্রভাব কেমন ছিল, তা ব্যাখ্যা করে এরেরা আরও বলেছেন, “যদি আপনার দলে লিও (মেসি) থাকে, তবে অন্যরা এমনভাবেই একথা পিছিয়ে যাবে। সম্মান পাওয়ার জন্য মেসিকে কথা বলতে হতো না। লিও না করলে আমি কীভাবে নিজে উচ্চ স্বরে কথা বলি? এটা মিথ্যা যে এমবাপের সঙ্গে কোনো বিরোধ ছিল। আমি জানি



না, কেন সংবাদমাধ্যমকে একজনকে প্রশংসা করার জন্য অনাকে ছোট করে। সে স্বভাবগতভাবেই একজন বিজেতা। সে সব সময় সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে। সবকিছুকে সে গুরুত্বসহকারে দেখে।” মেসির ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও কথা বলেছেন এরেরা। তিনি বলেছেন, “আমি তার জন্য খুব খুশি। মায়ামি তার এবং পরিবারের জন্য খুবই আকর্ষণীয় গন্তব্য। সেখানকার লিগ দারুণ উন্নতি করেছে এবং দেশটিও বৈশ্বিকভাবে ক্ষমতাশালী।”

কার্লোস তেভেজ বললেন

‘সতীর্থদের বেতন কমিয়ে বার্সেলোনায়ে গিয়ে মেসি খারাপ মানুষ হতে চায়নি’

বুয়েনস আইরেস, ১০ জুনঃ আর্জেন্টাইন সতীর্থ কার্লোস লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা

সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি



য়েন থামছেই না। শুরুতে বার্সেলোনা ও আল হিলালে যাওয়ার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিকেই নিজের ভবিষ্যৎ গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন মেসি। আর্জেন্টাইন মনোহারকার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে চলছে নানা আলোচনা। কেউ কেউ মেসির এ সিদ্ধান্তকে তুল বলেও অনেকেই তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। মেসির প্রাক্তন

বলেছেন, “মেসি বার্সেলোনায়ে গেলে তাঁর কারণে সতীর্থদের বেতন কমাতে হতো। যা মেসি চাননি।” লন্ডা সময় জুটি বেঁধে আর্জেন্টিনা দলে খেলেছিলেন মেসি ও তেভেজ। অতীতেও কটন সময়ে অনেকবার মেসির পাশে দাঁড়িয়েছেন এই আর্জেন্টাইন। চলতি বছরের মে মাসে অনুমতি ছাড়া সৌদি আরব যাওয়ার পর মেসির ক্ষমা চাওয়া নিয়েও পিএসজিকে ঘুরে

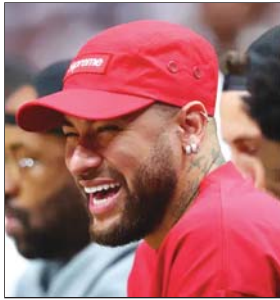
দিয়েছিলেন তেভেজ। সে সময় তিনি বলেছিলেন, “আপনি যদি আমাকে বলতেন যে বিশ্বকাপজয়ী হওয়া সম্ভবও আমার ছুটির দিনে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য আমাকে ক্লাবে কাছ ফক্ষা চাইতে হবে, তাহলে আমি রোজারিওতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে থাকতাম আর পানীয় পান করতাম। উল্টো আমার কাছে ক্লাবের ক্ষমা চাইতে হতো। কিন্তু মেসি তো ক্লাবকে সবার ওপরে রেখেছে। সে কারণে আপনি মেসিকে সাধুবাদ জানানোই বন্ধু ও পারেন।” এবার মেসির মায়ামির যাত্রাকে সাধুবাদ জানানো প্রাক্তন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। তিনি বলেছেন, “আমার মনে হা, লিও (মেসি) নিজের অবস্থা জেনে এবং বুঝে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সতীর্থদের বেতন কমিয়ে মেসি বার্সায় ফিরতে চায়নি। সে আবার খারাপ মানুষ হতে চায়নি। বার্সেলোনায়ে ফিরতে না পারা অন্য যে কাছও চেয়ে তাকেই বেশি কষ্ট দেয়।” মেসির মায়ামিকে বেছে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তেভেজ বলেছেন, “সে মায়ামিকে পছন্দ করে। এটা তার এবং তার পরিবারের জন্য শান্তির জায়গা। আমার মনে হয়, সে তার সেরা সিদ্ধান্ত দিয়েছে।”

নেইমার বললেন

মেসির ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার খবর আগেই জানতেন

মায়ামি, ১০ জুনঃ “আমি আগেই জানতাম!” কথাটা হাসতে হাসতে বলেছেন নেইমার। পিএসজি ছেড়ে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল ব্রাজিলিয়ান তারকার কাছে। উত্তরে এ কথা বলেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। এনবিএ ফাইনালসে বুধবার মিয়ামি হিট ও ডেনভার ন্যাগেটসের মধ্যে ম্যাচ ছিল। ব্রাস্কেটবলপ্রিয় নেইমার তাঁর জাতীয় দল সতীর্থ ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে ম্যাচটি দেখতে গিয়েছিলেন মায়ামিতে। সেখানে এনবিএ ব্রাজিলের ইউটিভি চ্যানেলে বন্ধু ও প্রাক্তন ক্লাব সতীর্থ মেসিকে নিয়ে কথা বলেন নেইমার। মেসি গত বুধবার ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করেন। সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের কাছ থেকে বড়

মেসির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। ১ জুলাই থেকে মায়ামির হয়ে যাবেন মেসি। তার আগেই অবশ্য চুক্তির সব প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলবে ডেভিড বেকহামের মালিকানাধীন এই ক্লাব। নেইমারের বিশ্বাস, ৩৫ বছর বয়সী মেসি এমনএলএসকে অন্য উচ্চতায় তুলবেন, “লিগটি ফরোয়ার্ড। এনবিএ ফাইনালসে বুধবার মিয়ামি হিট ও ডেনভার ন্যাগেটসের মধ্যে ম্যাচ ছিল। ব্রাস্কেটবলপ্রিয় নেইমার তাঁর জাতীয় দল সতীর্থ ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে ম্যাচটি দেখতে গিয়েছিলেন মায়ামিতে। সেখানে এনবিএ ব্রাজিলের ইউটিভি চ্যানেলে বন্ধু ও প্রাক্তন ক্লাব সতীর্থ মেসিকে নিয়ে কথা বলেন নেইমার। মেসি গত বুধবার ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করেন। সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের কাছ থেকে বড়



প্রস্তাব পেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। কিন্তু মেসি ফিরতে চেয়েছিলেন বার্সেলোনা। কাতালান ক্লাবটি তাঁকে ফেরাতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দল মায়ামিতে মেসির যোগ দেওয়া নিয়ে নেইমার বলেছেন, “আমি জানতাম সে এখানে (মায়ামি) আসবে। এ নিয়ে আমাদের আগেই কথা হয়েছিল। মায়ামিতে সে ভালো থাকবে, এটা বলেছিলাম। তার ভালো লাগছে আবার খারাপও লাগছে এই ভেবে যে (পিএসজি ছেড়ে) চলে গেলা।” পিএসজির সঙ্গে ৩০ জুন

বিচ্ছিন্ন হলেন দুজন। পিএসজিতে নেইমারের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চোটের কারণে এবার মরসুমের দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। ক্লাবের সমর্থকেরা তাঁর বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। গুঞ্জন আছে, পিএসজি নাকি তাঁকেও ছেড়ে দিতে চায়। যদিও এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা যায়নি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্টস আগো জানিয়েছিল, নেইমারও পিএসজি ছেড়ে বার্সায় ফিরতে চান। সে জন্য বেতনও কমাতে রাজি ব্রাজিলিয়ান তারকা।

বল বিকৃত করে পূজারা-বিরাটকে আউট করেছেন কামিন্সরা?

লন্ডন, ১০ জুনঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে বল বিকৃতির গুরুত্বের অভিযোগ উঠল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ওভালে প্রথম ইনিংসে প্রথম চেষ্টেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলিদের বল বিকৃত করে আউট করেছে অজিরা। এই অভিযোগ ভারতের নয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বের অভিযোগ এসেছে ওয়াখার ওপার থেকে। বিরাট কোহলি, চেষ্টেশ্বর পূজারার আউট দেখে বল বিকৃতির ধারণা হয়েছে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বাসিত আলি। তার মতে, ডিউক বলে অন্তত ৪০ ওভার খেলা না হলে রিভার্স সুইং করানো যায় না। অথচ অস্ট্রেলিয়ার পেসাররা ১৫ ওভারেই রিভার্স সুইং করতে পেরেছেন। যে কারণে প্রথম ইনিংসে বিরাট কোহলি, চেষ্টেশ্বর পূজারাদের এই কারণে নাস্তানাবুদ করতে পেরেছেন প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্করা। প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের এই অভিযোগ রীতিমতো চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছে। নিজের ইউটিভি চ্যানেল ‘বাসিত আলি শো’-তে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার ওভালের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষেই এই অভিযোগ করেন। যার শিরোনাম ছিল, অস্ট্রেলিয়া অবশ্যই বল বিকৃত করেছে। তিনি বলেন, “অস্ট্রেলিয়া এত পরিষ্কারভাবে বল বিকৃত করেছে। অথচ কেউ কিছু বলল না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল বল ছেড়ে দিতে গিয়ে আউট হয়ে যাওয়া। আমি যখন বোলিং করছিলাম তখন বলের চকচকে ভাব ছিল বাইরের



বলেন, “ক্যামেরন গ্রিন বলের চকচকে দিকটা বাইরে রেখে পূজারাকে বোলিং করছিলেন অথচ বল ঢুকে গেল ভেতরের দিকে। ডিউক বলে ১৫-২০ ওভারের মধ্যে বল কি রিভার্স সুইং করে? আমি আশ্চর্য, এই বিষয়গুলো কারও চোখে পড়ল না কেন। নাকি ভারত ফাইনালে উঠেছে কেহই বিসিসিআই খুশি? আর আম্পায়াররাও কি অন্ধ?” ১৯তম ওভারে মিচেল স্টার্কের

বলে কোহলি আউট হন। তার আগে ক্যামেরন গ্রিনের অফস্টাম্পের বাইরের বল পূজারা ছেড়ে দিতে চাইলে বল ভেতরে ঢুকে বোল্ড হয়ে যান। রোহিতদের হেড স্যারকেও কটাক্ষ করলেন বসিত আলি। ইউটিভি চ্যানেলে বলেন, “আমি নিজে রাফল ব্রাব্রিদের একজন বড় ভক্ত। সব সময় ছিলাম এবং থাকব। তিনি ক্লাস প্লেয়ার এবং কিংবদন্তি। কিন্তু কোচ হিসেবে তিনি একেবারেই শূন্য। ভারতের টার্নিং পিচ তৈরি করে। কিন্তু ভারত যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে যায় তখন উইকেট কি একইরকম ছিল? ওদের বাউন্স পিচ ছিল, তাই না? ও কি ভাবছিল ঈশ্বরই জানেন। যখন ঈশ্বর জ্ঞান বিতরণ করছিল, তখন তিনি পাহাড়ের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে ছিলেন মনে হয়।” বসিত এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি আরও বলেন, “যে মুহুর্তে ভারত বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই মুহুর্তেই ম্যাচ হেরে গিয়েছিল। আর যা বোলিংয়ের নমুনা পেশ করেছে, তা আইপিএলের স্ট্যান্ডার্ড। লাক্সের সময়ে ভারতের বোলারদের বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন ভারত ম্যাচ জিতেই গিয়েছে। তবে আমার মনে হয় চতুর্থ ইনিংসে মিরাকেল কিছু ঘটবে এই স্বপ্ন দেখা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু ভারতের করার নেই। ১২০ ওভার ফিল্ডিং করল ভারত। কেবলমাত্র ২-৩ জন রানস্কোরাই ফিট বলে বনে হয়েছিল-রাহানে, কোহলি এবং জাদেজা। বাকিদের ক্লাস্ত দেখিয়েছে।”

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভেন্যু বদলাচ্ছে না

দুবাই, ১০ জুনঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেট অবকাঠামোয় দুর্বলতা এবং ক্রিকেট প্রশাসনে আমেরিকায়তার কারণে বদলে যেতে পারে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভেন্যু-এমন একটি খবর চাউর হয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে। আগামী বছরের মাঝামাঝিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যৌথভাবে নবম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ভেন্যু বদলে গেলে টুর্নামেন্টটি হবে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে। এর বদলে ২০৩০ সালে যুক্তরাজ্যে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের স্বপ্ন দেওয়া হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-যুক্তরাষ্ট্রকে, এমন খবরই ছড়িয়েছিল কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে। তবে খবরটি সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন আইসিসি ও ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড (ইসিবি)। এখন পর্যন্ত উল্লিখিত বিশ্বকাপ দুটি পূর্বসিদ্ধান্ত অনুসারেই আয়োজিত হওয়ার কথা বলে জানিয়েছে সংস্থা দুটি। ক্রিকেটবিষয়ক পোর্টাল



ক্রিকবাজকে ইসিবির মুখপাত্র বলেন, “২০২৪ বিশ্বকাপ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরে যাওয়ার খবর সত্য নয়। যেহেতু টুর্নামেন্টটির মূল আয়োজক আইসিসি, এ ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য আনুষ্ঠানিক ও চূড়ান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে।” আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন করছে ২০০৭ থেকে। এর মধ্যে অংশগ্রহণকারী বিবেচনায়

সবচেয়ে বড় আসর হতে যাচ্ছে ২০২৪ বিশ্বকাপ। এতে ২০টি দল মোট ৫৫টি ম্যাচ খেলবে। ক্রিকবাজ লিখেছে, পরিকল্পনা অনুসারেই সামনের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন আইসিসির মুখপাত্র, “ওই অঞ্চলে ভেন্যু পরিদর্শনের কাজ শেষ হয়েছে সম্প্রতি। ২০২৪ সালের জুনে টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা পুরোদমে এগোচ্ছে।”

ভেন্যু বদলের গুঞ্জন নিয়ে কথা বলেন আইসিসির এক সদস্যও। তাঁর মতে, বাস্তবিক কারণেই ইংল্যান্ডে টুর্নামেন্ট সরানোর সুযোগ নেই, “বিশ্বকাপ হবে জুনে। বলা হচ্ছে সম্ভাব্য ভেন্যু ইংল্যান্ড। কেউ যদি ইসিবিকে জিজ্ঞেস করত তারা ২০২৪ আসর আয়োজন করতে পারবে কি না, উত্তরটা খুব পরিষ্কার-তারা পারবে না। সুতরাং ভেন্যু বদলানোর কোনো সম্ভাবনাই তৈরি হয়নি। ইংল্যান্ডের আগামী বছরের সুটির দিকেই তাকিয়ে দেখুন না, যে কেউই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।” টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সম্ভাব্য ভেন্যু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, ডালাস এবং অন্য একটি বিবেচনায় নিচ্ছে আইসিসি, যেখানে ইউএসএফ্রিককেটের (ইউএসএসি) প্রশাসনিক সর্বশ্রুতিস্তা ন্যূনতম রাখার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। আইসিসির পূর্ণ সদস্যপেশ না হয়েও প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের স্বপ্ন পাওয়া দেশ যুক্তরাষ্ট্র।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা • ১ জুন ২০২৩

দুধ না খেলে

- শৈশবের পুষ্টি দুধ
- স্বাদে-গুণে ভরপুর পনির
- দুধ - সুপার ফুড
- প্রসাবে রক্তক্ষরণ
- হার্টকে সুস্থ রেখে বাঁচা
- রোবোটিক সার্জারি

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে লগ অন করুন

www.suchikitsa.in